

মদনমঞ্জরী নাটক।

মহাকবি নেহরুপিতার কৃত “উইস্টমটেল”

নাট্যাবলম্বনে বিরচিত।

“আপরিভাষাবিহীন” ন দ্রষ্টব্য ন্যে প্রচেষ্টা বিজ্ঞানম্”

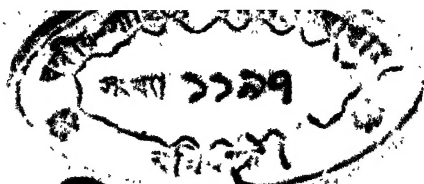
অভিজ্ঞানদ্রষ্টব্যম্।

কলিকাতা।

২৭ নং বহুবাজার স্ট্রীটস্থ ওয়েলিংটন প্রেসে প্রীত্বজন্যে দেয়

দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইল।

সম ১২৮৩ সাল।



মদনমঞ্জরী নাটক।



দুপালা

মহাকবি সেক্সপিয়ার কৃত “উইন্সটেল”

নাট্যাবলম্বনে বিরচিত।

“আপরিতোষাবিহ্বাঃ ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।”

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

কলিকাতা।

২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ওয়েলিংটন প্রেসে শ্রীব্রজনাথ দেব

দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইল।

সন ১২৮৩ সাল।

(All rights reserved.)

মুখবন্ধ ।

ইদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষায় নাটকসংখ্যা বহুল দৃষ্ট হয় । পূর্বে এতাদিক নাটক ছিলনা এবং নাটকের গৌরবও ছিল না । বহুসংখ্যক পাঠকে আদর করিবে বা অভিনয় হইবে এরূপ আশয়ে এ খানি প্রকটিত হয় নাই । কতকগুলি বন্ধুর অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয়ে এখানি প্রকটিত হইয়াছে এবং এক্ষণে সাধারণ হস্তে অর্পিত হইল । উপন্যাসটি মহাকবি সেক্সপিয়র কৃত উইণ্ডসটেল নামক নাট্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । লেখক কতদূর প্রশংসার তাহা বলা যায় না । উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে পাঠকের যেন এইবাক্যটি স্মরণ থাকে যে দোষ উপেক্ষা করাই মহতন্তঃকরণ ব্যক্তিদের চিরানুষ্ঠিত অলমতিবিস্তরেণ ।

প্রকাশক ।

নাট্যোন্নিথিত ব্যক্তিগণ ।

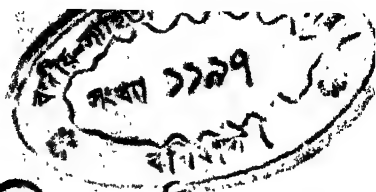
পুঙ্খ

| | |
|-----------------|------------------------------|
| চন্দ্রশেখর..... |মাহেশ্বরীপুত্রীৰ ৰাজ্য। |
| লতা প্ৰকাশ..... |ৰাজ সচচৰ। |
| উগ্ৰধ্বজ..... |ঐ |
| সত্যদাস..... |ৰাজ সভাসদ। |
| ধৰ্মদাস..... |ঐ |
| জীমুতকেতু..... |শিষ্যদেবেৰ ৰাজ্য। |
| মল্লকেতু..... |ঐ ৰাজ পুত্ৰ। |
| বল্লভ..... |ঐ দেব পালক। |

কাৰাগাৰস্বৰূপ, ভৃত্য, প্ৰতিহাৰী, নাগৰিকস্বৰ, স্বৰূপস্বৰ ইত্যাদি।

ਲੀ ।

মহাদেবী.....মাহেশ্বরীশরীর রানী ।
 . মদনমঞ্জরী.....ঐ রাজকন্যা ।
 গুণশীলা.....উগ্রস্বভের স্ত্রী ও রানীর সহচরী
 বুদ্ধিমতী.....রানীর সহচরী ।
 নথি, বর্জকীষর ইত্যাদি ॥



মদন মঞ্জরী নাটক ।



প্রথম অঙ্ক ।

দুপুর ।



প্রথম পরিদৃশ্য ।



মাহেশ্বরী পুরী—রাজ সভার পার্শ্বস্থ গৃহ ।

সত্যপ্রকাশ ও উগ্রধ্বজ আসীন ।

উগ্র । বোধ হয় সিদ্ধুরাজ একাশ করেছেন ।

সত্য । তা আমার বোধ হয় না ।

উগ্র । তবে কি মহারাজ চন্দ্রশেখর উদ্ভূত হয়েছেন ?

সত্য । উদ্ভূত হবেন কেন ?

উগ্র । তবে এমন প্রিয় সূক্তদের প্রতি নিখ্যা দোষারোপের

আবশ্যক ?

সত্য । তাহা অনাবশ্যক বটে ।

উগ্র । তবে মহারাজ জীমূতকেতুর দোষ আছে ।

সত্য । (স্বগত) এর সঙ্গে একথার প্রসঙ্গ করে কি কুকর্ষই করেছি ।

(প্রকাশে) আচ্ছা যদি মহারাজ চন্দ্রশেখরের চিন্তাবিভ্রম ঘটে থাকে ?

উগ্র । হাঁ তা সম্ভব বটে । (কিকিৎ মৌন থাকিয়া) তবে কিনা এমন শুরশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান রাজার কি তা সম্ভবে ?

সত্য । (স্বগত) এর সঙ্গে আর বাজে বকতে পারিনে (প্রকাশে) তুমি বাতুল ।

উগ্র । কেন ?

সত্য । শূরশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান রাজা হলেই কি তাঁর চিন্ত সর্বদা শান্ত ও সমাবস্থ থাকবে ? সহস্ররশ্মি ভগবান মরীচিমালী ও নিজভ্রমে সময়ে সময়ে রাহগুস্ত হন ।

উগ্র । হাঁ তা সর্বদা থাকে না বটে ।

সত্য । তা যদি না রৈলো তবে সময়ে সময়ে ভ্রমবশতঃ কোন বিপরীত কার্য্যও অমুষ্ঠান কত্তে পারেন । কেউ তো আর অশ্রান্ত নয় ?

উগ্র । হাঁ একথা সত্য বটে ।

সত্য । তাই মহারাজের চিন্তে এ চিন্তা ভ্রমবশতই উদ্বেক হয়ে থাকবে তাত অসম্ভব নয় ।

উগ্র । হাঁ তা হতে পারে । (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) কিন্তু মহারাজ এর জন্যে ত রাজ্যের ও অনিষ্ট করবেন ?

সত্য । তা নিঃসন্দেহ । কিন্তু মহারাজ বাহাই করুন মিথ্যা আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে এসব অমুষ্ঠান কচেন ।

উগ্র । তার আর সন্দেহ কি ? যা হোক ভগবান ত্রিলোচন যেন এতে সিদ্ধুরাজ ও মহাদেবীর অমঙ্গল না করেন ।

সত্য । ভগবান নিরপরাধীদের কোন অমঙ্গল করেন না ।

উগ্র । ভাল, মহারাজ কি মনের চাঞ্চল্য হেতু এরূপ চিন্তাভিভূত হলেন, বা কোন কার্য্যবশতঃ এরূপ হয়েচেন ।

সত্য । (স্বগত) উগ্ররাজ ঐ কথারই প্রসঙ্গ কচ্ছে । (প্রকাশে) মহারাজ কেন এরূপ হয়েছেন তা আমি কি প্রকারে জানব ?

উগ্র । না, আপনি বিশেষ রূপ এ বিষয় জানান । তা না হলে আপনি মহারাজ জীমূতকেতু নিরপরাধী একথা সাহস পূর্ব্বক বলতে পারেন না ।

সত্য । আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তা শুনে তোনার কোন উপকার হবে না ।

উগ্র । তবু ও বলুন শুনা যাক । কোন কার্যাবশতঃ একপ ভেবে-
ছেন বা ইহার অপর কোন কারণ আছে । সবিশেষ আমার বলুন ।

সত্য । (স্বগত) আচ্ছা বলা যাক (প্রকাশে) হাঁ কার্যাবশতই একপ
চিন্তাভিত্ত হইয়েছেন ।

উগ্র । এমন কি কার্য ?

সত্য । আচ্ছা আমি বলচি । কিন্তু কারও নিকটে এ কথা
প্রসঙ্গ করোনা ।

উগ্র । তাতে আবশ্যক কি ?

সত্য । তবে শোন । সিদ্ধুরাজ জীমূতকেতু ত এস্থলে বহু দিবস
এসেছেন ।

উগ্র । হাঁ তাতো আমি জ্ঞাত আছি ।

সত্য । সম্প্রতি দিবসত্রয় হোলো মহারাজ ও রাজমহিষী সিদ্ধুরাজের
সহিত কণোপকথনে কালক্ষেপ কচ্ছিলেন, এমন সময়ে সিদ্ধুরাজ মহা-
রাজকে বলেন—বন্ধু আমি সিদ্ধুরাজ্য হইতে বহুদিবস আসিয়াছি ও এস্থলে
তব সনে অতীব আনন্দে অবস্থান কচ্ছি । কিন্তু রাজ্যের কোন সমাচার না
পাইয়া আমার মন অতীব উদ্বিগ্ন । বিশেষতঃ রাজ্যের মন্ত্রী হস্তে রাজ্য ন্যস্ত
করিয়া প্রবাসে বাস করা অকর্তব্য । অতএব এস্থলে আর অবস্থান করা
শ্রেয়স্কর নহে, আপন রাজ্যে প্রস্থান করি ।

উগ্র । ভাল, তাতে মহারাজ কি উত্তর দিলেন ?

সত্য । মহারাজ বলেন আর ও কিয়দিবস অবস্থান করিলে যৎপরো-
নাস্তি সন্তোষ লাভ করি ।

উগ্র । তাতে সিদ্ধুরাজ কি উত্তর দিলেন ?

সত্য । সিদ্ধুরাজ বলেন বন্ধু আমারও ঐ অভিলাষ কেবল রাজ্যের
অনিষ্টাশঙ্কাপ্রযুক্তই গমন করিতে অভিলাষ কচ্ছি ।

উগ্র । ভাল, তার পর ?

সত্য । তার পর মহারাজ আর দুই বার জীমূরোধ করেন, কিন্তু
কিছুতেই সিদ্ধুরাজ সন্তুষ্ট হলেন না ।

উগ্র । ভাল, তার পর ?

সত্য । তার পর মহারাজ রাণীকে বলেন—প্রিয়ে ! তুমি মনস্ক সিদ্ধুরাজকে আর ও কিয়দিবস অবস্থানের জন্য অনুরোধ কর ।

উগ্র । রাণী কি অনুরোধ করেন ?

সত্য । হাঁ মহারাজের বাক্য কি অবহেলন কত্তে পারেন ? ইতি পূর্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর সিদ্ধুরাজকে অবস্থানের জন্য এতদূর চেঁচা করেছিলেন সিদ্ধুরাজ কিছুতেই সন্মত হন নাই । কিন্তু যখন রাণী সুমধুর বচনে বিনয় পুরঃসর অবস্থান কত্তে অনুরোধ করেন—তখন সিদ্ধুরাজ আর অসন্মত হতে পারেন না ।

উগ্র । তবে সিদ্ধুরাজ সন্মত হলেন ? তার পর ?

সত্য । তার পর মহারাজ ঐ ব্যাপার দেখে ভাবলেন যে সিদ্ধুরাজের সহিত রাজ্যের বাতিচার দোষই সম্ভব তা না হলে রাণীর বাক্যেই সিদ্ধুরাজ সন্মত হবেন কেন ? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) রাজ্যী কেবল স্বামীর সন্তোষের জন্য সিদ্ধুরাজকে অনুরোধ করেন, কিন্তু এক্ষণে বিপরীত ফল ফলিবার উপক্রম হল ।

উগ্র । তবে আপনি যে বলেছিলেন মহারাজ ভ্রমবশতই একরূপ সন্দ্বিগ্ধচিত্ত হয়েছেন তা অবতারণা নয় ।

সত্য । এদের উভয়ের কোন দোষই নাই । মহারাজের এ চিন্তা ভ্রমমূলক ।

উগ্র । আজ্ঞে তার সন্দেহ-কি ? ভাল আপনি এসব ব্যাপার কি প্রকারে অবগত হলেন ?

সত্য । (স্বগত) আমার বাক্যে বিশ্বাস হলোনা । (প্রকাশে) যে গৃহে ঐ কথা হচ্ছিলো আমি কার্যান্তরে ব্যাপৃত হয়ে তাহারই পার্শ্বস্থ গৃহে উপস্থিত ছিলাম তাতেই সবিশেষ জ্ঞাত হয়েছি ।

উগ্র । ভাল মহারাজ এক্ষণে কি করবেন স্থির কচেন ?

সত্য । বোধ হয় এদের অনিষ্টানুসন্ধান কচেন ।

উগ্র । আপনি সে সব বিষয় কিছু অবগত আছেন ?

সত্য । (স্বগত) একে কি সমস্ত বলতে হবে নাকি ? (প্রকাশে) না আমি অন্য কিছু জানিনা তবে আমার প্রতি আদেশ করেছেন তুমি বৈকালে

এই গৃহে অপেক্ষা করে। আমার কোন গুপ্ত কার্য আছে। তাহা তোমাকেই সম্পাদন কন্তে হবে। এইতে বোধ হয় যে এ গুপ্ত কার্য এঁদের অনিষ্টকর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

উগ্র। তবে এক্ষণে কি মহারাজের অপেক্ষায় আছেন?

সত্য। হাঁ। বোধ হয় মহারাজ এখনি আসবেন।

উগ্র। মহারাজ এখনি আসবেন! তবে আর ও সব কথায় প্রয়োজন নাই অন্য আলাপ করা ভাল।

সত্য। কিন্তু এসব কথা কাহার ও নিকট প্রসঙ্গ করো না।

উগ্র। তাতে আবশ্যক কি?

নেপথ্যে। (চন্দ্রভি নির্ঘোষ)

সত্য। এই যে মহারাজ আসছেন।

উগ্র। হা সত্যইত।

রাজা চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ চিরবিজয়ী হোন।

চন্দ্র। দেখ সত্য তোমায় একটা কার্য সম্পাদন কন্তে হবে।

সত্য। মহারাজ আজ্ঞে করুন।

চন্দ্র। (স্বগত) উগ্রধ্বজ উপস্থিত ইহার সমক্ষে এসব গুপ্ত কথা বলা অতুচিত। ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করাই ভাল। (প্রকাশে) দেখ উগ্রধ্বজ অগ্রে তুমি এই কল্পটী সম্পাদন কর।

উগ্র। আজ্ঞে করুন মহারাজ।

চন্দ্র। তুমি রাজ্যের ও জীমূতকেতুর ছরভিসন্ধি জ্ঞাত আছ?

উগ্র। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

চন্দ্র। তবে সত্যদাস ও ধর্মদাসকে গোদাবরীতীরস্থ মহর্ষি কপিলের আশ্রমে গমন করে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত রাণীর পাতিব্রতা ও চরিত্র সম্বন্ধীয় নিদর্শন পত্র লইয়া আসিতে বল।

উগ্র। যে আজ্ঞে মহারাজ তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই।

চন্দ্র। হাঁ অবিলম্বে গমন কর।

[উগ্রধ্বজের প্রস্থান।

সত্য । (স্বগত) না জানি কি কৰ্ম কন্তে আমাকে আজ্ঞা দেন । কিন্তু যাই আজ্ঞা করুন আমি কখন জ্ঞান থাকতে পাপ কৰ্ম করবোনা এতে প্রাণ যাক আর থাক । (প্রকাশে) মহারাজ অধীনের প্রতি কি আজ্ঞা ?

চন্দ্র । আমার আদেশ তুমি সম্যক রূপে প্রতিপালন কন্তে পারবেতে ?

সত্য । এ কোন্ বিচিত্র কথা ? রজোরশি পবনমুখে সততই ধাবমান হয় ।

চন্দ্র । তুমি ত জীমূতকেতুর অসদভিপ্রায় অবগত আছ ?

সত্য । আজ্ঞে অধীনের তা অজ্ঞাত নাই ।

চন্দ্র । তবে জীমূতকেতুর কি প্রকারে শাস্তি দেওয়া বিধেয় বল দেখি ?

সত্য । মহারাজ আমার মতে ও বিষয় বিস্মৃত হওয়াই ভাল ।

চন্দ্র । বল কি সত্য ? প্রবীণাবস্থায় তুমি কি এ সামান্য রাজনীতি-টা বিস্মৃত হলে যে রাজ্যের দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করা বিধেয় ।

সত্য । মহারাজ নীতি বিষয়ে আমার স্বরণশক্তি প্রবল আছে । তবে মহারাজ জীমূতকেতু যে দোষী সে বিষয়ে কিছু স্থিরতা নাই ।

চন্দ্র । (ঈষৎকোপে) বল কি সত্য ? তুমি পাগল হলে না কি ? আমি স্বয়ং প্রমাণ পেলেম তুমি বলে জীমূতকেতু নিদোষী ।

সত্য । মহারাজ পৃথিবীতে কেউ তো আর অত্রান্ত নয় । মহারাজের অহুমান ভ্রান্তি-মূলক ও হতে পারে ।

চন্দ্র । (কোপাবিষ্ট হইয়া) তোমার বাক্য একেবারে অশ্রোতব্য । আমার নিকট ওসব কথার পুনরুল্লেখ করোনা । আমি যা বলি তাহার উত্তর দাও ।

সত্য । মহারাজ আজ্ঞা করুন । আমার বাক্য অবহেলন করেন কিন্তু পরে মহারাজকে অহুতাপ কন্তে হবে । রাণীর——

চন্দ্র । আমি ওসব শুনতে চাইনে । জীমূতকেতুর কিরূপে প্রাণ বিনাশ করা যায় তাই বল ।

সত্য । (স্বগত) অ্যা ইনি কি উন্নত হলেন ! কি আশ্চর্য্য ! কি প্রকারে একপ ভয়ানক——

চন্দ্র। সত্য তুমি বাঁকাহীন হলে দেখাচি ?

সত্য। না নিবেদন করি যে মহারাজ কি প্রকারে শত্রু বিনাশ করবেন স্থির করেচেন ?

চন্দ্র। আমি স্থির করেছি যে বিষপ্রয়োগে জীমূতকেতুর অন্তবিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। তা হলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

সত্য। হাঁ ঐ উপায়ই ভাল।

চন্দ্র। তবে তুমিই নিভূতে এ কার্য সম্পাদন করো।

সত্য। (স্বগত) কি সর্বনাশ ! এ পাপ কর্ম শেষে আমাকেই কষ্টে হবে ? তা আমি প্রাণান্তেও পারবো না।

চন্দ্র। সত্য তুমি যে নিরুত্তর হলে ? কি তুমি পারবে না ?

সত্য। নবলি কচ্চি যে এমন শূঙ্কদের সহসা প্রাণ নাশটা করবেন ?

চন্দ্র। (ঈষৎ কোপে) সে কথাই তোমার প্রয়োজন কি ? আমার কাণ্ড তুমি সুরূপে সম্পাদন কষ্টে পারবে কি না ?

সত্য। মহারাজ অধীনের কথা শুধু মহারাজের অনেক উপকার হবে। বানর বুদ্ধিতেও রামচন্দ্র অনেক উপকৃত হয়েছিলেন।

রাজা। (অতি উগ্রভাবে) তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর ?

সত্য। কার সাধ্য জলধির গতি রোধ করে ?

চন্দ্র। তোমার ওসব কথাই প্রয়োজন কি ? আমি যাহা আদেশ কল্লেখ তার যেন অন্যথা না হয়।

সত্য। (স্বগত) প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা অতীব গর্হিত। কিন্তু আজ্ঞা সম্পাদনে অতি গুরুতর পাপে পতিত হতে হয়। ঈশ্বর কি আমার প্রাণী হত্যার পাপসাগরে মথ করবার জন্য মহারাজকে এ কুমতি দিলেন।

চন্দ্র। সত্য তুমি কি ভাবচো ? আমি বা বল্লেখ তা পারবে কি না ?

সত্য। (স্বগত) রাজার যে প্রকার ক্রোধ দেখাচি তাতে এখন ত সন্মত হতেই হচ্ছে। এখন ত সন্মত হই পরে উপায়ান্তর করা যাবে। (প্রকাশে) কল্যাই মহারাজের অভিলাষ সম্পূর্ণ করবো ॥ (মুহূর্তে) না।

চন্দ্র । দেখ যেন মিথ্যা না হয় ।

সত্য । মহারাজ ভূয়ো ভূয়ঃ আমাকে বলতে হবে কেন ।

চন্দ্র । আচ্ছা আমি এক্ষণে ক্রীড়া কাননে যাবো, কল্যা রাণীকে কারাবদ্ধ কন্তে আদেশ করবো । বোধ হয় জীমূতকেতু এস্থলে এখনি আসবে । বা হোক তুমি স্বকার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করো ।

সত্য । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

[রাজা চন্দ্রশেখরের প্রস্থান ।

সত্য । (স্বগত) মহারাজ আমাকে যে কার্য্যের আদেশ করেন তাহা সম্পাদন করা অবিধেয় । এদিকে রাজাজ্ঞা লজ্বনে ও দোষ আছে । কি করি ? আমার ত কোন দিকেই নিস্তার নাই । আমার মারিচ রাক্ষসের দশা ঘটলো । যদি মহারাজের আজ্ঞা সম্পাদন না করি তা হলে হয়ত আমার প্রাণ দণ্ড হবে, আর যদি মহারাজের আদেশ পালন করি তাহলে পশুবৎ পাপাশুষ্ঠান কন্তে হয় । হায় আমার কি বিপদই ঘটলো । হা বিধাতঃ ! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি যে আমার একপ ছঃখসাগরে নিমগ্ন করে । আমি জন্মাবধি কখন কোন পাপ কৰ্ম্ম করি নাই, এক্ষণে কি সিদ্ধুরাজকে বিষ প্রয়োগ করে পাপরাশি সঞ্চয় করবো । প্রাণান্তে ও এই পাপরূপ কালকূট পান কন্তে পারবো না । বিশেষতঃ সিদ্ধুরাজ নির্দোষী । ভাল, সিদ্ধুরাজের হত্যা ব্যতীত আর কি কোন উপায় নাই বাহাতে উভয়ে নিস্তার পাওয়া যায় । (চিন্তা) যদি আমি কোথাও পলায়ন করি ? তাহলে আমার জীবন বাঁচে বটে কিন্তু সিদ্ধুরাজের জীবন রক্ষা করা হয় না । আচ্ছা যদি উভয়ে সিদ্ধুরাজ্যে গমন করি ? হ্যাঁ তাহলে আর কোন বিপদ থাকে না । (কিঞ্চিং মৌন থাকিয়া) মহারাজ বলেন যে সিদ্ধুরাজ শীঘ্র আসবেন তা কই তিনি এখনও এলেন না । তাঁকে এ বিষয় আদ্যোপান্ত বলতে হবে । আর পলায়নই শ্রেয়ঃ ।

নেপথ্যে । (চন্দ্রভি নির্বোধ) ।

সত্য । শব্দটা কিসের দেখা যাক । (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া)

এই যে মহারাজ জীমূতকেতু আসছেন ?

সিন্ধুরাজ জীমুতকেতুর প্রবেশ ।

মহারাজের জয় হোক মহারাজ চিরবিজয়ী হোন ।

জীমু । সত্য তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, তুমি তার স্বরূপ উত্তর দেবে তো ?

সত্য । মহারাজ এমন ও কথা, অধীন যাহা জ্ঞাত আছে তাহা যথার্থই বল্বে ।

জীমু । তুমি তা বিশেষ জ্ঞান বোধ হয় ।

সত্য । জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই বল্বে ।

জীমু । কিন্তু যেন কারও নিকট তা প্রকাশ করোনা ।

সত্য । তাতে আমার আবশ্যক কি ?

জীমু । আমি যে অবধি এখানে এসেছি প্রিয়মুহুদ চন্দ্রশেখরকে সর্বদা আনন্দিত দেখেছি । কিন্তু গত দুই তিন দিন সেরূপ দেখি না । এর কারণ কিছুইত বুঝতে পারিনে । যদি তুমি এ বিষয় কিছু অবগত থাক তাহলে সবিশেষ বলে আমার মনকে স্থির কর ।

সত্য । (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম যে ইনি এ বিষয় কিছু অবগত হন নি । তা মেঘরাজের গর্জন কি এ ভূমণ্ডলে কারও অবদিত থাকে ? (চিন্তা) ।

জীমু । সত্য তুমি কি ভাবচো ? তুমি কি এ বিষয় জাননা ?

সত্য । আজ্ঞে মহারাজ— আমি সমস্তই জানি— তবে কি না— তবে কি না—

জীমু । তবে কি তুমি বল্বে না ? — কি বল্চো শীঘ্র বল ।

সত্য । আজ্ঞে মহারাজ বল্বেনা কেন ? তবে কি না তাহা মহারাজের সম্মুখে বলা অমুচিত ।

জীমু । কিছুই অমুচিত নয় । তুমি শীঘ্র বল আর বিলম্ব করোনা ।

সত্য । (স্বগত) বলি তা না হলে আমারও রক্ষা নাই । (প্রকাশ্যে) মহারাজ যদি শুনবেন তবে আমি আদ্যোপান্ত বল্টি সমুদয় শুধুন । মহারাজ আপনি যখন স্বরাজ্যে গমন কন্তে অভিলাষ করেন তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর আপনাকে অবস্থান জন্য বারম্বার অমুরোধ করেন ।

জীমু। হাঁ তোমার মহারাজ অমুরোধ করেন। তাতে আর আমার দোষ কি?

সত্য। আজ্ঞে না তাতে মহারাজের দোষ কি? তবে কি না মহারাজ চন্দ্রশেখরের অমুরোধ রাখেন নাই।

জীমু। হাঁ রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা প্রযুক্তই আমি সুহৃদ্বরের অমুরোধ রক্ষা কতে সক্ষম হই নাই।

সত্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু রাজ্ঞী বন্বা মাত্রই অবস্থান কতে সন্মত হন।

জীমু। হ্যাঁ রাজ্ঞী কাতরস্বরে অমুরোধ করাতে তা অস্বীকার কতে পারি নাই।

সত্য। তাইতে মহারাজ অলীকাশঙ্কার বশবর্তী হয়ে মহারাজের সহিত রাণীর ব্যভিচার দোষ ভাবেন।

জীমু। (সাস্চর্য্যে) অ্যাঁ এই বুঝি তাঁর ক্রোধের কারণ?

সত্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

জীমু। সত্য দুঃখানলে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হচ্ছে।

সত্য। এত দুঃখেরই কথা। বাহোক্ আমার প্রতি একটি আদেশ আছে তার উপায় স্থির কতে পাচ্চিনে?

জীমু। কি আদেশ?

সত্য। তা রাজ্য সম্বন্ধে বলা অনুচিত।

জীমু। তাত মৎ সম্বন্ধায়?

সত্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

জীমু। তবে তুমি শীঘ্র বল।

সত্য। (স্বগত) আর না বলেই বা করি কি? আমারও তো নিস্তার নাই। (প্রকাশে) আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি বিষ প্রয়োগে সিদ্ধরাজের প্রাণ বিনাশ করবে।

জীমু। তা এর আর উপায় স্থির করা কি? আমাকে শীঘ্র বিষ দাও আমি স্বইচ্ছায় বিষ পান করি তা না হলে তোমার প্রাণ দণ্ড হবে। আর দেখ যে ব্যক্তির সহিত শিশুকালাবধি এতদূর প্রণয় সে যদি এরূপ প্রত্নবৎ ব্যবহার কলে তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি?

সত্য । মহারাজ তাও কি হয় ? একেবারে নৈরাশ হন কেন ? এর উপায় আছে তাতে সব দিক রক্ষা হবে ।

জীমু । কি উপায় শীঘ্র বল ।

সত্য । যদি আমি মহারাজের সহিত সিদ্ধুরাজ্যে যাই তাহলে মহারাজের কোন চিন্তা নাই আর আমারও পরিব্রাণ হয় ।

জীমু । এ অতি উত্তম পরামর্শ । কিন্তু নিভৃতে যেতে হবে ।

সত্য । কল্য অতি প্রত্যাষে সিদ্ধুরাজ্যে প্রস্থান করা যাবে ।

জীমু । হাঁ তা বই কি । তবে চন্দনককে ডাক ।

সত্য । বে আজ্ঞা । (নেপথ্যাভিমুখে লক্ষ্য করিয়া) চন্দনক শীঘ্র এদিকে এস । মহারাজ ডাকচেন ।

নেপথ্যে । এই যাই ।

চন্দনকের প্রবেশ ।

চন্দ । মহারাজের জয় হোক । মহারাজের অধীনের প্রতি কি আদেশ ?

জীমু । তুমি অদ্যই যাত্রার উদ্যোগ কর, যানবাহীদিগকে সব ঠিক কর । আমি ও সত্য, কাল অতি প্রত্যাষে সিদ্ধুদেশে যাত্রা করবো । দেখ কেউ যেন জানতে না পারে ।

চন্দ । যে আজ্ঞে মহারাজ । তবে এক্ষণে চলেম ।

[চন্দনকের প্রস্থান ।

নেপথ্যে ।

গীত ।

পুরবী—আড়াঠেকা ।

অন্তগত দিনমণি দিবা অবসানে ।

বিরহীরে এবে স্নর বধিছে কুসুমবানে ॥

ভাবি বিচ্ছেদের তরে, দারুণ হৃৎখের ভরে,

চক্রবাক চক্রবাকী, ভাবে বিরস বদনে ।

কুজনি বিহগগণ, কীকে আসি অগগন,

আপনাপন কুলায়ে, প্রবেশে হরিষ মনে ॥

সত্য । মহারাজ প্রদোষ উপস্থিত আমি এক্ষণে গৃহে যাই ও কাল প্রত্যুষে যাত্রার উদ্যোগ করিগে ।

জীমু । আচ্ছা তুমি যাও । কিন্তু দেখ এ রিষয় বেনু কেউ জানতে না পারে ।

সত্য । তাও কি হয় ?

[সত্য প্রকাশের প্রস্থান ।

জীমু । (স্বগত) আহা ! কালের কি বিচিত্র গতি । যার সহিত এক কালে একত্রে শয়ন উপবেশন এমন কি একপাত্রে ভোজন করেছি, তাঁর সহিত এক্ষণে চিরবিচ্ছেদ উপস্থিত । তিনি বন্ধুর প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করেন । হাবিধাতঃ ! আমার প্রতি আজ এত বাম কেন ? আমি তো জন্মাবধি কখন কোন পাপানুষ্ঠান করিনি । এখন বুঝলেম্ যে এ কেবল তোমার বিড়ম্বনা মাত্র । যা হোক আমার স্নপ্ৰসঙ্গ কপাল বলতে হবে যে সত্যপ্রকাশ আমার প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ করে । উগ্রধুজ হলে আমার তখনই প্রাণ শেষ কর্তো । তার দয়াও নাই ধর্মও নাই । সত্য-প্রকাশ অতীব ধার্মিক ও বিশ্বাসী । (পরিক্রমণ) কি বস্তু যে আমি এখন শত্রুকবলে অবস্থান করছি তা না হলে কি আমি কখন ভীত হই । যেখানে বান্ধবহীন ও ধনহীন নৈখানে বিক্রম প্রকাশ করা অতি অকর্তব্য । যাহোক এখন তো যাবার উদ্যোগ হচ্ছে । যাই কালকূট পবিপূর্ণ বয়স্যের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিগে ।

[মহারাজ জীমুতকেতুর প্রস্থান ।

ইতি প্রথমোক্ত ১ম পরিদৃশ্য ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম পরিদৃশ্য ।

মা। হথরীপুরী — চারাগার সমুখস্থ প্রাঙ্গণ ।

উগ্রশব্দের প্রবেশ ।

উগ্র : (স্বগতঃ) সত্যপ্রকাশ যখন আমার একথা বলে, তখন আমার কেমন সন্দেহ উপস্থিত হোলো আর বাস্তবিক সেই জনোই আমি তাকেবারম্বার জিজ্ঞাসা কর্লেম্ যে তুমি এবিষয় কিরূপে জানুলে ? কিন্তু তখন আমার এক রকম বুঝে দিলে । সত্যপ্রকাশ যে এই মন্ত্রণার ভেতর ছেলো তার আর কোন সন্দেহ নাই, তা না হলে উভয়ে পালাবে কেন ? সত্যপ্রকাশের মুখ অমৃত আর হৃদয় বিবে পরিপূর্ণ । (পরিক্রমণ) তিন জনে মন্ত্রণা করেছিলো মহারাজের প্রাণ বিনাশ করে সিদ্ধুরাজ এখানকার রাজা হবেন ? (সরোষে) আরে তুই আবার রাজা হবি ? বামন হয়ে চাঁদে হাত ? শূগল হয়ে সিংহ হতে-চাস্ ? মানুষ হয়ে পারিজাত আকাজ্জা করিস্ ? তোর এতবড় যোগ্যতা যে তুই মহারাজ চন্দ্রশেখরকে হত্যা কত্তে উদ্যত হোস্ ? কি বল্বে পালিয়ে গেলে তা না হলে দেখতিস্ এই হস্ত তোর শিরচ্ছেদ কত্তো । রাণী যে প্রকার দোষ করেছেন তাঁর তেমনি প্রতিফল ভোগ কচ্ছেন । মহারাজ তাঁকে কারাবদ্ধ করেছেন । (পরিক্রমণ) আবার তাও বলি আমার বড় কপালের জোর । ওদের সঙ্গে যোগ দিলে আমার যে কি দুর্গতি হোতো তা বলা যায় না । যাহোক সত্যদাস ও ধর্মদাস মহর্ষি কপিলের নিকট গ্যাছে দেখাবাক তারা এখন কিজেনে আসে ? (চিন্তা করিয়া) জানবে আর কি ? মহর্ষি যা লিখবে তা আমি এই খান থেকেই বলে দিতে পারি । এঁরা যে দোষী তার আর কোন ভুল নাই । যাহোক এখন যে কর্ম কত্তে

এহু তাই করি। মহারাজ বলেন যে শোধনককে অতি সতর্ক থাকতে বোলো আর কারাগারে কাকেও যেন প্রবেশ কতে না দেয়। তা এই খান থেকেই শোধনককে ডাকি। (নেপথ্য লক্ষ্য করিয়া) শোধনক এদিকে একবার এস।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

শোধনকের প্রবেশ।

শোধ। মহাই আমার ডাকচেন ?

উগ্র। হেঁ। মহারাজ আজ্ঞা দিলেন যে তুমি কাকেও কারাগারের ভেতর প্রবেশ কতে দিও না।

শোধ। যে আজ্ঞে।

উগ্র। কেবল রাজমহিবীর সহচরীগণকে গমনাগমন কতে দিও।

শোধ। যে আজ্ঞে।

উগ্র। আচ্ছা তবে আমি এক্ষণে মহারাজকে বলিগে তুমি তোমার কর্ম্মভূষ্ঠানে মনোযোগী থেকো।

শোধ। (স্বগত) এঁ এ হুকুম কেন হোলো ? রাণীর কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে নাকি ? কন্যা হোলোইবা। অন্য লোকের গমনাগমনে কি কোন বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। যাহোক আমার চিন্তার প্রয়োজন নেই। যাই আপনার কাছে সতর্ক থাকিগে।

[শোধনকের প্রস্থান।

গুণশীলার প্রবেশ।

গুণ। (স্বগত) রাজার কি বিবেচনা। ওনা রাজা হয়ে এমন অন্যাই কায করে গা ? কোথা যাব ? এমন সতী লক্ষীর কি তা সম্ভব ? আমাদের মনে ত এমন ঠেই পায় না। পোয়াতী মেয়ে মানুষকে কি করে কয়েদ করে গা ? (কপালে হস্ত প্রদান) তাহিত আমার অবাক করে। ছি ! ছি ! ছি ! গরিবদেরও ত শরীরে দয়া আছে, রাজার কি এটুটুও দয়া নেই। বলগগে রাজা কি এটাও ভাবলেন না যে রাণী জেলখানায় কি করে থাকবেন। রাজার মেবে, রাজার বউ ছার কি কপালে শেষে এই লেখা ছেলো ? তাহিত কি করে এমন কায করে ? আবার গুনলেন যে জীমূত

মহারাজকে বিব ধাক্কাতে মন্ত্রী মশাইকে হুকুম দিয়েছিলেন । তা । তাঁরা নাকি দুজনে পালিয়েছেন । যাহোক তাঁরা বেঁচেচেন ? এমন রাজার নিকট থাকতে নেই । তা যা হয়েছে তার তো চারা নেই আব ভাবলেই বা কি হবে । এখন যা মনে করে এমু তাই করি । শুনলেম যে রাণীর একটা মেয়ে হয়েছে তাই মেয়েটাকে নিতে এসেছি । মেয়েটাকে দেখালে যদি রাজার রাগ যায় । মেয়েটাকে অবিশ্যি কোলে নেবেন । যাহোক আমায় তো জেলখানার ভেতর ঢুকতে দেবে না । নতুন হুকুম হয়েছে এই শুনে এমু । তবে এইখান থেকেই বুদ্ধিমতীকে ডাকি । (নেপথ্যাভিমুখে লক্ষ্য করিয়া) ওলো বুদ্ধিমতী একবার এই বাইরে আসত লা ?

নেপথ্যে । কে লো গুণশীলা ডাকচিস্ ?

গুণ । হেঁ লো আমি ডাকচি ।

নেপথ্যে । এই বাই ।

বুদ্ধিমতীর প্রবেশ ।

বুদ্ধি । আগায় ডাকছিলি কেন লা ?

গুণ । রাণী কোথা তাই জানবার জন্যে ।

বুদ্ধি । রাণী ঐ (নেপথ্য দিকে হস্ত প্রদর্শন করিয়া) ঘরে আছেন ।

কেন লা তোর কি দরকার ?

গুণ । আমার বড় দরকার ।

বুদ্ধি । কি দরকার ?

গুণ । তোকে সে কথা বলতে আসিনি ।

বুদ্ধি । আমার মাথা খাস্ বল ।

গুণ । তোকে সে সব কথা বলতে আসিনি ।

বুদ্ধি । মর্ আমি কি কাকেও বলতে যাচ্ছি ।

গুণ । তবে শোন লো শোন । রাজা তো নিচ্ছেমিছি রাণীকে কয়েদ করেছেন ।

বুদ্ধি । মর্ আমি কি তা জানিনে । তুই রাণীকে কেন থুজচিস তাই বল ।

শুণ । শুনলেম যে রাণীর একটী মেয়ে হয়েছে । তাই মেয়েটিকে রাজার কাছে নে বাই । মেয়েকে দেখলে অরিশ্যি কতকটা রাগ যাবে ।

বুদ্ধি । হেঁ তা যেতে পারে বটে । এই জনো বুঝি রাণীকে খুজচিস্ ?

শুণ । হেঁ লো হেঁ । শুনেচিসতো ।

বুদ্ধি । তো এখানে ডাঁড়িয়ে কি কর'বি রাণীর কাছে চল্না ।

শুণ । আজ থেকে যে নতুন হকুন হয়েছে । অন্য লোকের জেল-খানার ভেতর যাবার যো নেই ।

বুদ্ধি । তোকে এর মধ্যে কে বলে ?

শুণ । আমি এই মন্তর শুনে এম্ ।

বুদ্ধি । কে বলে ?

শুণ । যে বলুক না কেন সে কথায় তো'র কায় কি ?

বুদ্ধি । উগ্রধ্বজ মশাই বুঝি ।

শুণ । হেঁ । বলি এ কথা সত্যি তো ।

বুদ্ধি । হেঁ লো হেঁ ।

শুণ । এখন রাণীর সঙ্গে কি করে দেখা হয় বল্ দেখি ?

বুদ্ধি । এক কক্ষ কর্ না ।

শুণ । কি কোরবো বল্ দেখি ।

বুদ্ধি । তুই এইখানে দাঁড়া আমি রাণীকে তো'র কথা বলিগে । যদি পাঠাতে চান্ তবে তিনি কোনরূপ উপায় করবেন । তোকে বোধ হয় জেলখানায় ঢুকতে দেবে ।

[বুদ্ধিমতীর প্রস্থান ।

শুণ । (স্বগত) বুদ্ধিমতী আমার একথা বললে রাণী অরিশ্যি পাঠাতে চাবেন । আর মেয়ে দেখলেই অরিশ্যি রাজার রাগ যাবে । চাইকি এইতেই রাণীকে জেলখানা থেকেই খালাস দেবেন । ঈশ্বর যেন রাণীর মঙ্গল করেন । রাজার মেয়ে হয়ে কি এত বাতনা সহ্য কতে পারেন ? রাণীর দোষ নেই আমরা বেশ জানি । কিন্তু উনি কোন মতে বলবেন না যে রাণীর দোষ নেই রাজার সঙ্গে বেজ্ঞান কিনা তা যেমন সহ্য পেয়েছেন তা তেমনি হবেন নাতোকি আর ভাল হবেন ? কথায় বলে

অসংসদে নরক তা ঠিক হয়েছে। যাহোক আমি এখানে কতকণ
দাঁড়িয়ে থাকবো বুদ্ধিমতী নিজে আসবে কি না।

নেপথ্যে । • পদশব্দ ।

শুণ । (নেপথ্য দিকে দেখিয়া স্বগত) এ কে আসছে ? ও হো এ
যে জেলখানার দরান শোধনক ।

শোধনকের পুনঃপ্রবেশ ।

শোধ । গুণশীলা তোমায় রাণী ডাকচেন তুমি এস ।

শুণ । আচ্ছা চল ।

শোধ । তুমি এই দিক দিয়ে এস আমি লুকয়ে নে যাচ্ছি যদি কেউ
জানতে পারে তবে অনর্থ হবে। তা তোমার ভয় নেই তুমি রাণীর
সহচরী ।

শুণ । চল ঐ দিক দিয়েই যাচ্ছি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি বিজয়াদ্ধ ১ম পরিদৃশ্য ।

দ্বিতীয় পরিদৃশ্য ।

মাহেশ্বরীপুরী— রাজসভা ।

রাজা চন্দ্রশেখর আসীন ।

রাজা । (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! আমি এই তাবৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা, এই বিস্তৃত রাজ্য আমার অধিকারভুক্ত, আমার রাণী এমন হুশরি-
ত্রা এ কি আমার সামান্য কলঙ্ক ! এরূপ জীবদেহে পাপ নেই । হায় !
আমি রত্নভ্রমে কালফণী কণ্ঠে ধারণ করেছিহু । রে বিধি ! কি জন্য আমায়
এমন অস্পর্শা জীর সঙ্গে সমাগম ঘটাইয়াছিল ? তা হুঙ্কর্য কল্পেই
সমুচিত দণ্ড পেতে হয় । তাই বেস এখন কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে ।
অহল্যা সহস্র বৎসর পাষণ হয়েছিল হুশরিত্রাদের এরূপ দণ্ড দেওয়াই
উচিত । (নিস্তব্ধ) আর সত্যপ্রকাশ যে কিরূপ লোক তা এতদিন
পরে বেস জেনেছি । সত্যপ্রকাশ একটি পরোক্ষ বিষকুস্ত । কেমন
সুমধুর বাক্যে আমার পরিতুষ্ট কতো । এতদিন আমার দাসত্ব করে
বুদ্ধকালে আমারই মস্তক ছেদনে উদ্যত হয় । দাসকে কখনই বিশ্বাস
করা উচিত নয় । জীমূতকেতুর রাজ্যলাভে সত্যপ্রকাশ যে ছিলো
তাহা যথার্থ । আমার নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে কি তোর আমার
অনিষ্টেই প্রবৃত্তি হোলো । উগ্রধ্বজ যা বলে তা সকলই যথার্থ । যাহোক
উগ্রধ্বজ যে অনেক দিন গ্যাছে এখনও পুনরাগমন করে না কেন ? (চিন্তা)
কিন্তু যেমন গুণশীলা আহ্লাদের সহিত কন্যাটিকে এনোছিল তেমনি হুঙ্ক
হয়েছে । গুণশীলা যখন হাস্তে হাস্তে বলে মহিবীর এই কন্যাটি
প্রসব হোলো এখন কন্যাটি দর্শন করুন । আমি তখন যেন আহ্লাদের
সহিত দেখহু । কিন্তু গুণশীলার গমনের পরক্ষণেই উগ্রধ্বজকে কন্যাটিকে
সাগরতীরস্থ মাঠে ফেপনের জন্য দিহু । তথায় নিরাহারে নিশ্চরই মরবে ।

যাহোক কন্যাটী না নিয়ে কি ভাল কাষ করেছে? (চিন্তা) ভালই করেছে। গ্রহণ করা হুয়ে থাক স্পর্শ করা হতে পারে না। (নিস্কর) যা হোক গরজাধার সত্যপ্রকাশের সহিত জীমূতকেতুর পলায়ন অবধি রাণীর ব্যভিচার দোষ আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে অদ্য বিচারের জন্য রাণীকে সভায় আনয়ন কন্তে শোধনককে আদেশ করেছে। তা কই এখন ও শোধনক রাণীকে আনয়ন করেনা কেন? আর যে মহামুনি পরোকদর্শী কপিলের নিকট ধর্ম্যদাস ও সত্যদাসকে পাঠিয়েছ কই তারাও তো কিরে এলো না এর কারণ কি? তাদের জন্য আর অপেক্ষা করবো না। অদ্যই বিচার করবো।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

এই যে শোধনক রাণীকে নিয়ে আসছে। দৃশ্যরিভা মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।

মহাদেবী, গুণশীলা, বুদ্ধিমতী ও শোধনকের প্রবেশ।

শোধ। মহারাজ মহারাণী উপস্থিত। দাস বিদায় হয়।

রাজা। হাঁ যাও।

[শোধনকের প্রস্থান।

রাণী। আমি কি দুর্ভাগ্যবতী। রাজার কন্যা রাজার স্ত্রী হয়ে চোরের ন্যায় কারাগারে আবদ্ধ। এ কেবল স্বকপালজানিত দোষ বই ত নয়। আর কার দোষ দিব। পূর্বজন্মে বিস্তর পাপানুষ্ঠান করেছিছ তাই এজন্মে তার প্রতিফল ভোগ করছি। হা বিধাত! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার বিনা দোষে এত দুঃখ দিতেছ। হা জীবন! তুমি আমা হইতে এখনি বাহির হও, বিনা দোষে তার দুঃখ সহ্য হয় না এমন ঘৃণিত জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হা জীবন তুমি এখনও বাহির হলে না? তুমি বড় কঠিন। দেখচি এ অভাগীর দুঃখের ইয়ত্তা নেই। এ কলঙ্করাশি সঞ্চয় করে জীবনে প্রমোজন কি? (রোদন) বৎসা মদন মঞ্জরীর মুখদর্শন করিয়া এত দুঃখ সব ভুলিয়াছিলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য হেতু মহারাজ বৎসাকে বনবাস

দিলেন। স্তন্যপায়ী বালিকা সে কিছুই জানে না। তাকে মহারাজ বিনীত
দোষে দণ্ড দিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করেছেন। বৎসা যখন সেই বিজন
বলে রোদন করবে তখন তাকে কেই বা শাস্ত্যনা করবে কেই বা স্তন্যপান
করাইবে। হয়ত অনশনে প্রাণ বিরোগ হবে কি কোন হিংস্রক জন্তু
সংহার করিবে। বৎসার মুখদর্শনে তাপিত হৃদয় কথঞ্চিৎ শীতল করতাম
তাও বিধাতা মৎক্রোড় হতে অপহরণ করেন। এ সকলই আমার
কপালের দোষ। এ ছুঃখানল আর সহ্য হয় না। হায়——। (রোদন)

শুণ। দেবী আর কাঁদলে কি হবে।

বুদ্ধি। দেবী একটু স্থির হোন্।

রাণী। এ ছুঃখানল আর সহ্য হয় না। প্রাণ বহির্গত হলেই বাঁচি
(রোদন)

শুণ। অমন অমঙ্গল কথা বলেন কেন?

রাণী। মৃত্যুই আমার মঙ্গল।

শুণ। (জনাস্তিকে বুদ্ধিমতীর প্রতি) রাজার কি বিবেচনা। এমন
সত্য লক্ষী জীর কি তা সম্ভব?

বুদ্ধি। আমার মনে তো ভাই ঠেঁট পায় না।

রাজা। (স্বগত) রাণীর দুঃখ দেখলে আমার মন আত্ম হয়। সে
যাহোক এখনই আমি বিচার করবো।

সত্যদাস ও ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক মহারাজ িরবিজয়ী হোন্।

রাজা। সংবাদ কি বল দেখি?

সত্য। মহারাজ সকলই সুসংবাদ। মহামুনি কপিল (হস্তস্থিত
লিপি উন্মোলন করিয়া) এই লিপি স্বহস্তে লিখেছেন।

রাজা। ভাল লিপির বন্ধন মোচন করে পাঠ কর।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ! (লিপির বন্ধন মোচন এবং পাঠ)
“স্বাদেবী পরমপবিত্রা জী, তাঁর সমান সত্যী জী আর নেই। তাঁহার কোন
দোষ নেই, তিনি নিঃকলঙ্কী। মহারাজ জীমূতকেতু সম্পূর্ণ নির্দোষী। সত্য

প্রকাশ অতীত, ধার্মিক । মহারাজ চক্রশেখর মিথ্যাশকার বশীভূত হইয়াছেন । সে বাহা হউক নিজ দোষে বাহাকে হত হইয়াছেন তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে উত্তরাধিকারীর অভাব হইবে ও বংশলোপ হইবে ” ।

গুণ । মহারাজের জন্ম হোক । মহারাজ রণীর ত দোষ নেই ।

ধর্ম । সত্য যেন চিরদিন উদ্দীপিত থাকে ।

রাজা । সত্যদাস তুমি যথার্থ পাঠ কচ্ছো ত ।

সত্য । আজ্ঞে হাঁ মহারাজ ।

রাজা । (ধর্ম ও সত্যের প্রতি) কপিলদেব তোমাদের সমক্ষে স্বহস্তে লিখেছেন ত ।

ধর্ম ও সত্য । আমরা স্বচক্ষে দেখেছি ।

রাজা । আমার বিশ্বাস হয় না ।

ধর্ম । কি জন্য মহারাজ ?

রাজা । এসব কল্পিত কথা মাত্র ।

সত্য । মহারাজ আমরা উভয়ে কপিলদেবকে সুহস্তে লিখতে দেখেছি ।

রাজা । আমার তা বোধ হয় না । রাণীর মুক্তির নিমিত্ত এই বাক্য গুলি কেহ কল্পনা করেছে ।

ধর্ম । মহারাজ অধীনের কথা শুনুন ।

রাজা । তোমাদের বাক্য অশ্রোতব্য ।

সত্য । মহারাজ, কপিলদেবের লিপি অর্থার্থ করলেন ?

রাজা । তোমাদের কথা শুনিবার আবশ্যক নাই ।

সত্য । মহারাজ এখন শুনলেন না কিন্তু পশ্চাতে অনুতাপ কত্রে হবে ।

রাজা । (ক্রোধিত হইয়া) তোমার কথা কহিবার আবশ্যক নাই । পুনঃ শুন নিষেধ করচি ।

গুণ । (জনান্তিকে বুদ্ধিমতীর প্রতি) আহা মহাবাজের কি বুদ্ধি মহারাজ কপিলদেবের কথা গুলি একেবারে মিথ্যা করলেন ।

বুদ্ধি । তাইত আশ্চর্য্য কল্পে যে না !

রাজা । এ লিপি কখনই সত্য নয় । এ লিপির মত কখনই হতে পারে না । আমি রাণীর যথার্থ বিচার করবো ।

রাণী । কপিলদেবের লিপি অব্যর্থ হোলো । আমি কি এত অপরাধী যে সর্ব সমক্ষে আমার নির্দোষীতা সাপেক্ষ কত্তে হোলো কি হৃণিত জীবন ? এ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে ভাল । কি কঠিন প্রাণ ? কিছুতেই মৃত্যু হয় না কই কিছুতেই দগিত হোলো না । মৃত্যুও হোলো না আমি কি দুর্ভাগাবতী । হায়— (মূচ্ছা)।

গুণ । এঁ কি হোলো ? কি সর্বনাশ ? (রোদন)

বুদ্ধি । মহারাজী উঠুন উঠুন । (রোদন) কই কিছুতেই ত মহিষীর চেষ্টন হোলো না ।

সত্য । কি সর্বনাশ । মহারাজ সত্যীন্দ্রীর প্রতি বিনাদোষে নির্দুঃস্বপ্ন করলেন সেই জন্য ইনি প্রাণ ত্যাগ করলেন ।

রাজা । সত্য তুমি কিছু বুঝতে পাচ্চনা । দৈব নির্বাক কে খণ্ডাতে পারে ?

সত্য । মহারাজ রাণীর ত কিছুতেই মূচ্ছা অপ্নিত হোলো না ।

গুণ । মহারাজ দেখুন রাণী মৃতপ্রায় ।

রাজা । রাণীকে এখান থেকে লয়ে যাও ।

গুণ । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

[গুণশীলা ও বুদ্ধিমতীর রাণীকে
ধরাধরি করিয়া লইয়া প্রস্থান ।

রাজা । (স্বগত) এ লিপি যথার্থ ।

ক্রন্দন করিতে করিতে গুণশীলার পুনঃপ্রবেশ ।

গুণশীলে ! তুমি রোদন কচ্ছো কেন ?

গুণ । মহারাজ রাণী পৃথিবী ত্যাগ করলেন ।

রাজা । এঁ কি বললে ?

গুণ । রাণীর মৃত্যু হোলো ।

রাজা । রাণীর মৃত্যু হয়েছে ?

গুণ । আজ্ঞে হাঁ মহারাজ ।

রাজা। (স্বগত) হায় আমার মিষ্ট্রুর আচরণে রাণীর হৃদয়তা
দলিত হয়েছিল এখন অবলিষ্ট জীবন শেষ হোলো। রাণীর চরিত্র
নিষ্কলঙ্ক কিছুমাত্র দোষ নাই। হৃদয় কখনই কদভিলাষ পরিপূর্ণ নয়।
আমিই পাপমতি আমিই ক্রুর স্বভাব। আমিই রাণীর মৃত্যুর মূল, আমিই
সেই সতীর আদর্শ স্বরূপ স্ত্রী বিনাশের প্রধান হেতু। আমিই স্ত্রী বধের প্রধান
কারণ আমি মিথ্যাপিশাচীর বশীভূত হয়ে কি না করেছি অবলাকে কি
যাতনাই না দিয়েছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ পাপসিদ্ধ হতে
কখনই উদ্ধার হবনা। আমি ক্রোধের বশীভূত হয়ে কি কাণ্ডই করেছি।
এতদিন কি আমি অজ্ঞান হয়েছি? কিছুমাত্র চেতন ছিল না? সত্য-
দাস ও ধর্মদাস আমার কত বুঝালে গুণশীলা কত বুঝালে তখন উহাদের
বাক্য বিধাক্ত বোধ হোলো তখন ক্রোধে বধির হয়েছিলাম ঈর্ষায় অন্ধ
হয়েছিলাম। এই ক্রোধে আমি প্রিয় স্বহৃদ জীমূতকেতুকে হারানু। এই
ক্রোধে সত্যপ্রকাশকে হারানু এই ক্রোধে সন্ততি হত্যা করনু। হায়
ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তির কি নির্কোষ কি নরাধম। ভাল পথ কখনই
দেখতে পায়না হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। ক্রোধ ত্যাগ করা অত্যা-
বশ্যক। তখন স্বহস্তে কালকূট পান করেছি। মহামুনি কপিলদেব যা
নিখেছেন তা সকলই যথার্থ, তিনি দৈবী শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়ে বলেছেন
যে হৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্ত না হলে উত্তরাধিকারীর অভাব হবে সে কথা এখন
সত্য হোলো। যদি নির্কাসিতা কুমারীকে পুনঃপ্রাপ্ত না হই তা হলে
বংশ লোপ হবে। (দীর্ঘনিশ্বাস) যাহোক যাতে আমার কন্যাটি প্রাপ্ত হই
তারই চেষ্টা করা উচিত। (প্রকাশে) সত্যদাস তুমি দেশ দেশান্তরে
দূত পাঠাও যাতে আমার কন্যাটির অনুসন্ধান হয়।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। ধর্মদাস উগ্রধ্বজকে কোন পোতবাহী নিয়ে গেছিলো তার
অনুসন্ধান লও।

ধর্ম। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। আর দেখ নগর রক্ষককে দেশ দেশান্তরে ঘোষণা কতে বল
যে যে কেহ আমার কন্যাটির সন্ধান করে দিবে সে বিধিমত পুরস্কৃত হবে।

ধর্ম । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

রাজা । সত্যদাস কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করো বেন গুণশীলাকে
রাণীর অস্ত্রের জন্য বিধিমতে অর্থ দেয় ।

সত্য । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

রাজা । গুণশীলে রাণীর অস্ত্রের জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট
অর্থ লও ও বিধিমতে শেষ কার্য সম্পাদন করো ।

গুণ । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

রাজা । অনেক বেল হোলো আমি এক্ষণে সভা ভঙ্গ করি ।

[সকলের প্রস্থান ।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম পরিদৃশ্য ।

সিদ্ধদেশ— রাজপথ ।

সিদ্ধদেশের ছই রাজকর্মচারীর প্রবেশ ।

প্রথম । মশাই তার পর এক্ষণে তো সব মঙ্গল ?

দ্বিতীয় । হাঁ এখন একপ্রকার কুশল বটে ।

প্রথম । তা ভাল । বাহোক মশাই রাজবাড়ির সব সংবাদ অবগত
আছেন ত ?

দ্বিতীয় । না—সব জানি না ।

প্রথম । কিছু অমঙ্গল ।

দ্বিতীয় । অমঙ্গল ! কই কিছু জানি না ।

প্রথম । সে অতি নিগূঢ় কথা ।

দ্বিতীয় । আমি হতে প্রকাশ সম্ভবে না ।

প্রথম । আমি তা বলছি। রাজপথের উপযুক্ত নয় ।

দ্বিতীয় । চুপি চুপি বলতে হানি নেই ।

প্রথম । রাজকুমার প্রতাহই রাজবাটি হতে কোথায় যান ।

দ্বিতীয় । কোথা যান যা টের পাওয়া গ্যাছে ।

প্রথম । তা হলে আর ভাবনা ছিলাম কি ?

দ্বিতীয় । কোন বুঝতীর প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে থাকুবেন ।

প্রথম । হুঁ সম্ভব বটে ।

দ্বিতীয় । তবে মহারাজ এই ভাবনার অতি ব্যাকুল হয়েছেন ।

প্রথম । তা হবেন না ? সবেমাত্র একটা ছেলে ।

দ্বিতীয় । দেখ মাহেশ্বরীপুরী হতে আসা অবধি কোন চিন্তা ছিল না ।
দেখ দেখি অকস্মাৎ মহারাজকে চিন্তাসাগরে মগ্ন হোতে হোলো ।

প্রথম । আরও দেখুন যেরূপ কার্যদক্ষ অমাত্য পেরেছেন তাতে
অমাত্য হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করে বিচিহ্নিত থাকতে পারেন । কিন্তু হঠাৎ বিনা
মেখে বজ্রাঘাত ।

দ্বিতীয় । ভাল, মশাই এ শুণ্ড বিষয় আপনি কি প্রকারে অবগত হলেন ?

প্রথম । মন্ত্রী মশাই আমাকে বলেছেন ।

দ্বিতীয় । এখন তবে কি উপায় করা হোলো ?

প্রথম । তা আমি বিশেষ বলতে পারিনে । সেই বিষয় জান্‌বার
জন্য আমি মন্ত্রী মশাইয়ের নিকট যাব ।

দ্বিতীয় । তবে চলুন আমিও যাই ।

প্রথম । আচ্ছা তবে চলুন বসন্তের বাগানের কাছ দিয়ে যাওয়া বাক ।

দ্বিতীয় । মশাই এই বসন্তের পূর্বের অবস্থা তো আপনি বিলক্ষণ
জানেন । ও এত শীগ্‌গীর কি প্রকারে এত বড় ধনী হলো ।

প্রথম । যে বৎসর মহারাজ, সত্যপ্রকাশের সঙ্গে মাহেশ্বরীপুরী হতে
এলেন সেই বৎসর হতে বসন্তের কপাল ধরলো । সে ক বছর হবে ?
বছর পোনের হবে না ?

দ্বিতীয় । হেঁ বছর পোনের বোলো হবে ।

প্রথম । আবার শুনতে পাই যে ওর বাটীতে প্রায় ক্রিয়া কলাপ কাঁক
যায় না । মদনোৎসব পর্য্যন্ত ও হয় ।

দ্বিতীয় । হ্যাঁ তা জানি । এবারে ওর মাঠে মদনোৎসবের দিন
আসবেন ?

প্রথম । হানি কি । কবে মদনোৎসব হোলো ?

দ্বিতীয় । আর দিন চার আছে ।

প্রথম । আচ্ছা কি প্রকারে ও এতবড় লোক হোলো জানেন কি ?

দ্বিতীয় । শুনতে পাই যে ওর একটা কন্যা বড় লক্ষী ও সুরূপা
কন্যাটি যে অবধি জন্মেছে সেই অবধি ওর অর্ধেকই সুপ্রসন্ন হইয়েছে ।

প্রথম । তা সম্ভব বটে । তবে চলুন মন্ত্রীর বাটীতে যাওয়া বাক ।

দ্বিতীয় । তবে আসুন যাওয়া যাক ।

প্রথম । (নেপথ্য দিকে অবলোকন করিয়া) মশাই একটু অপেক্ষা করুন জনা মহাশয় মশাই আসছেন ।

দ্বিতীয় । তা হলো ভাল ।

সত্যপ্রকাশের প্রবেশ ।

দ্বিতীয় । আমি আপনার বাটীতে যাচ্ছি আপনি এখন কোথা যাচ্ছেন ।

সত্য । তোমার কি কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে ?

দ্বিতীয় । আচ্ছ হাঁ ।

সত্য । তবে এগোও । আমি শিব বন্দনা করে শীঘ্র বাটী যাচ্ছি ।

দ্বিতীয় । আচ্ছা মশাই ।

প্রথম । আমিও যাচ্ছি নু ।

সত্য । কেন বলদেখি ।

প্রথম । রাজকুমারের বিষয়ে কি উপায় করেন ।

সত্য । (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি আর কি করা যাবে ? শুটী দুই রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে ।

প্রথম । আমি বিশেষ জানতে ইচ্ছুক হোয়েছি আমিও তবে আপনার বাটীতে চলনু ।

সত্য । আচ্ছা ।

দ্বিতীয় । (প্রথমের প্রতি) তবে চলুন যাওয়া যাক ।

[কর্মচারী দ্বয়ের প্রস্থান ।

সত্য । (স্বগত) সে দিনে শুননু যে মহারাজ চন্দ্রশেখর একপে অন্তান্ত হুংখসাগরে নিমগ্ন । আমার জন্য সর্বদা হুঃখিত । আমি পূর্বেই বলেছি যে মহারাজ এরূপ হুঃখিতাষ পরিত্যাগ করুন তা যখন শোনেননি তখন তো হুঃখ সাগরে নিমগ্ন হতেই হবে । যা হোক প্রভুর হুঃখ শুনেই অতীব মনোবেদনা হয় । মহারাজের হুঃখ শুনে অবশি আমার মনটা ভারি চঞ্চল হয়েছে । কোন রূপে এতল হতে প্রস্থান করতে হবে । আবার শুনে যে মহাদেবী আশ্রয়তাগ করেছেন, রাণীর গর্ভে যে কন্যাটি জন্মেছিল

সেটাকে নির্বাসিত করা হয়েছে । উগ্ররাজ নিরুদ্দেশ । এই সকল চুপের উপর কীৰ্ত্তকেতুর সহিত বিদ্যা দোষারোপ নিবন্ধন বিচ্ছেদ । এরজন্য দুঃখ তো হবেই । যা হোক আমি প্রস্থানের শীঘ্র একটা উপায় করবো । এখন মহারাজ প্রকৃতিস্থ হয়েছেন নিজ দোষ দিবাচক্ষে দেখছেন স্বপ্নের বিষয় । যাই অনেক বেলা হোলো শিব বন্দনা কন্তে হবে ।

[সত্যপ্রকাশের প্রস্থান ।

ইতি ১ম পরিদৃশ্য ।

দ্বিতীয় পরিদৃশ্য ।

সিদ্ধুদেশ—বল্লভ মেঘ পালকের উদ্যান ।

মদন গজরীর প্রবেশ ।

মদন । (স্বগত) হায় প্রাণনাথ আজ এখনও আসেননি কি ? না—
এসেছেন বই কি । একবার চতুর্দিক ভাল করে দেখি । (ইতস্ততঃ পরি-
ক্রমণ) যথার্থই আসেননি । এ বেতসকুঞ্জের পাশে ত নাই । এ শল্লকী
ব্রক্ষপুঞ্জের নিকটে নাই । আর কোথাই বা থাকিবেন ? নিশ্চয়ই আসে-
ননি এলে এইখানেই থাকতেন । (নিতরু) তবে যদি ঐ সরোবরের
নিকটে থাকেন—তাই একবার দেখি (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ) কই সরো-
বরের কাছেও ত নাই । তবে একটু এইখানে বসি । তিনি এখনই
আসবেন । (আকাশে শব্দ সচকিতে) ওমা ! এ কিসের শব্দ, ও ছটা
পাখীর পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ । তাই ত । পাখীরাও বেশ সুখে বিহার
কচ্ছে ! আমিই কেবল অভাগী আমার কপালে তো সুখ নেই, ইনি কি
আন্তরিক আশায় ভালবাসেন না ? এঁর কি আমার উপর যথার্থ অহুরাগ
নাই ? ইনি কি আমার সহিত শঠতা করেন ? শঠতা আমি অবলা হয়ে
কি প্রকারে সহ্য করি ? (চিন্তাকরিতা) প্রাণনাথ কি আমার সঙ্গে শঠতা
করবেন ? না এমন কখনই হতে পারে না । তিনি এখনি আসবেন ।
তবে এইখানেই বসে একটু অপেক্ষা করি (নিতরু উপবেশন)

নেপথ্যে । (পদশব্দ) ।

মদন । এই বুঝি আমার প্রাণনাথ আসছেন (নেপথ্য দিকে অব-
লোকন করিয়া) না প্রাণনাথ ত নর আমার, হতভাগ্য-কপাল কি না ।

পুষ্পমালা হস্তে সখীর প্রবেশ ।

(প্রকাশে) প্রিয়সখী—আরও যে এখানে ?

সখী । প্রিয়দম্মী তোমার জন্য এই মালা গাছটা আনছে ।

মদন । দেখি কেমন গৌণেছিল ?

সখী । এই নাও । (মালা প্রদান) ।

মদন । বেশ মালা গৌণেছিল । তা আমি এখন নিরে কি কোরবো
ভাই ?

সখী । নিরে তোমার বরের গলায় দেবে ।

মদন । যা ভাই তুই আর জালাস কেন । এখন ঠাটা ভাল
লাগে না ।

সখী । কিছুই ত ভাল লাগবে না ।

মদন । (ব্যগ্রতা সহকারে হস্তধারণ করিয়া) কেন সখী ?

সখী । তুমি এখন ভাই নতুন ব্রতে ব্রতী হয়েছ তোমার আর ভাল
লাগবে কিসে ?

মদন । আমার নতুন ক্রত কি ?

সখী । তুমি ভাই নিজেই তোমার কি ইচ্ছা বলনা ।

মদন । আমার কিছুই ইচ্ছা নাই ।

সখী । তবে তোমার ভাই মন সদা বিষণ্ণ কেন ?

মদন । বিষণ্ণ কই ।

সখী । তোমার মুখ বলছে যে তোমার মন বিষণ্ণ । মন কোনরূপ
চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন না হলে মুখ চন্দ্র মলিন হয় না ।

মদন । না ভাই যথার্থ বলছি আমি বিষণ্ণ নই ।

সখী । আমার কাছেও ভাই লজ্জা । লজ্জা ছাড় । আমি কি
কাকেও বলবো । তোমার মুখ দেখেই আমি ঠিক করেছি । (হস্তধারণ
করিয়া) আমার মাথা খাও ভাই লজ্জা ছাড় ।

মদন । কি বোলবো ভাই ?

সখী । তোমার কি হয়েছে ?

মদন । সখী আমার কি বোলবো ? আর সে কথার কাণ নেই ।

সখী । না ভাই তোমার বলতে হবে ।

মদন । আর ভাই ————— (বীৰ্যনির্ধার ভ্যাগকরিয়া)

সখী।

রাগিণী সুরাই—তাল কাওয়ালি।

যে বাহুরে ভালবাসে না ছেরিলে সেই জনে।

বল দেখি কেমন সই ব্যথিত সে হই মনে।

হৃদয়নিধি পাইলে, ভাসে আনন্দ সলিলে,

চাতকিনী ভাসে যথা, হেরে প্রিয় নবধনে ॥

সখী। প্রিয়সখী তাবলে কি এত অধীর হওয়া ভাল। তোমার প্রিয়তমের সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হবে।

মদন। আর ভাই। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

সখী। একেবারে নিরাশ্বাস হও কেন? এখন বল দেখি কোন সুপুরুষটি তোমার মনহরণ করেছে।

মদন। (বিষম বদনে) তুই আবার নেকা হলি? যেন কিছুই জানেন না।

সখী। যার নাম রসিকরঞ্জন।

মদন। হেঁ ভাই।

সখী। (স্বগত) বেশ শুনে ভারি খুসী হওয়া গ্যালো। হাতির মাথা-তেই গজমুক্তা জন্মায়, চন্দ্রের কিরণে কুমুদিনীই বিকসিতা হয়, অন্য ফুলের সহিত চন্দ্রের সন্মিলন হয় না। রসিকরঞ্জন কেমন সুপুরুষটি শাক্যৎ যেন কামদেব, তার সঙ্গে যে আমার প্রিয়সখি মিলিত হবেন তা আর বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। যাহোক, তাঁর সঙ্গে ছু চার দিনের মধ্যেই এত প্রগাঢ় প্রণয় হোলো। কি আশ্চর্য্য! অথবা প্রণয়ের কথা বলা যায় না। (প্রকাশে) প্রিয়সখি একটুকু স্থির হও।

মদন। সখি স্থির হয়েই আছি।

সখী। ভাবনা কি? তোমার প্রিয়তম শীঘ্রই আসবেন।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

সখী। (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম আসছেন।

মদন। অত উদ্বীগ্ন কাজ কি?

সখী । না ভাই আমি চাই। কাজ না।

মদন । তবে প্রবোধ দেবার জন্য, কিন্তু ভাই আমার মন প্রবোধ
হাসতে না।

সখী । আচ্ছা একবার ঐ অপোক গাছেরদিকে চেয়ে দেখ দেখি।

মদন । (নেপথ্যদিকে অবলোকন করিয়া) সখি আমি কি স্বপ্ন
দেখছি ?

সখী । না এ স্বপ্ন নয়, এ বথার্থ ই।

ছদ্মবেশে মলয়কেতুর প্রবেশ।

মলয় । প্রিয়ে আজ এমন বিষয় কেন ?

মদন । প্রাণনাথ বিষয় কই দেখলে ?

মলয় । প্রিয়ে বিষয় কি না তোমার সখীকে জিজ্ঞাসা কর। (সখীর
প্রতি) কেমন তোমায় প্রিয়সখী আজ বিষয় নন ?

সখী । মশাই প্রিয়সখী আপনাকে নাদেখে অত্যন্ত বিষয় ছিলেন
কিন্তু এক্ষণে আর বিষয় নন।

মলয় । বিষয় হবার কারণ কি বলদেখি ?

সখী । মশাই আমার প্রিয়সখীর বিষয়তার কারণ বুঝতে পারেন না !

মলয় । কি করে বুঝবো ?

সখী । মশাই বড় সখীর প্রতি সদয় নন—

মলয় । আমাকে আবার কবে নির্দয় দেখলে ?

সখী । নির্দয় কি সদয় সখিই এর বিচার করবেন। (মদনমঞ্জরীর
প্রতি) প্রিয়সখি আমি এক্ষণে সন্নীতশালায় গিয়ে তোমার বীনার
স্বর বেঁধে রাখিগে।

মদন । সখি তুমি যাও আমিও বাচ্ছি।

সখী । তবে আসি।

[সখীর প্রস্থান।]

মলয় । প্রিয়ে আজ এত বিষয় দেখছি কেন ? শশীকলা স্নাতপ্রসূ
হলে কি ভাল দেখায় ? প্রিয়ে তোমার বিষয় মদন দেখে আমার হৃদয়

বিলীর্ণ হচ্ছে । বল তোমার বিরহভার কারণ কি (হস্ত ধারণ) ।

মদন । নাথ আজ আমার মন অন্তান্ত উষ্ম হয়েছ ।

মলয় । (আগ্রহ সহকারে) কেন কেন প্রিয়ে ?

মদন । আমি কাল রাতে একটি কুশপ্ত দেখেছি ।

মলয় । স্বপ্নও কি কখন সত্য হয় ? আচ্ছা কি স্বপ্ন দেখেছ বল দেখি ।

মদন । বোধ হোলো যে বৃক্ষ সকল বসন্তাগমে কল পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে । চতুর্দিকে নানা জাতি পক্ষীগণ আনন্দে গান কছে । ভ্রমরের গুন গুন শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । কলতঃ বসন্তকালের সুশোভায় নয়ন যুগল প্রীতি প্রাপ্ত হোলো ।

মলয় । প্রিয়ে তারপর—

মদন । তারপর বোধ হোলো যে আমি তোমার সনে সেই কল পুষ্প সুশোভিত মনোহর বনমাঝে দণ্ডায়মান আছি এমনত সময়ে সন্ধ্যা উপস্থিত সন্ধ্যাগমে পূর্ণচন্দ্র উদ্ভিত হইয়া আকাশে শোভা বিস্তার করেন । দূরে নিরঝরিত জলেপ্রপাতের শব্দ শুনতে পেলাম, অমনি তোমার সহিত কিছু দূরে যাইয়া এক নদী দেখলাম । এক খানি স্তম্ভতরণীতে দুই জনে উঠিয়া আনন্দে বাহিতে বাহিতে চলিতে লাগিলাম ।

মলয় । প্রিয়ে তারপর ।

মদন । তারপর অকস্মাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল । বিদ্যুৎ হতে লাগলো ও বজ্রের শব্দ মাঝে ২ হতে লাগলো । পূর্ণচন্দ্র মেঘে আবরিত হয়ে গ্যাল । খুব অন্ধকার, আর কিছুই দেখা যায় না । ক্রমে ঝড় উঠলো আর তরণী চলে না । অমনি একজন বিকটাকার পুরুষ এসে নৌকা ধরে আমার বলে যে তোমার প্রাণনাথকে ত্যাগ কর নইলে তোমার নৌকা অতলজলে ডুবে যাক আমি ছেড়েছি ।

মলয় । প্রিয়ে তারপর ।

মদন । আমি অমনি চীৎকার করে উঠলাম আর ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো ।

মলয় । (হাসিয়া) এরই অম্য তোমার উষ্মতা ।

বদন। হাঁ নাথ। আমারে পরিণামে কি ঘটে তা বলা যায় না।
বোধ হয় আমার এই মনোরথসূৰ্ণ হবে না।

মলয়। প্রিয়ে এ প্রকারে যেনে কষ্ট দিওনা। আমার বত দিন জীবন
থাকবে তত দিন তোমার মিকট কাঁধা রইলাম।

বদন। নাথ কিন্তু আমার মন তবুও প্রবোধ মানচে না।

মলয়। প্রিয়ে এটাত জান যে স্বপ্নে মল দেখলে সুফল ঘটে থাকে।

বদন। হাঁ নাথ তা জানি।

নেপথ্যে। (মৃদু মৃদু বহুধ্বনি)

মলয়। প্রিয়ে ঐ গুন কেমন বহুধ্বনি হচ্ছে এ গুনেও কি তোমার
মন প্রফুল্লিত হচ্ছে না।

বদন। আপাতত কতকটা হলো ঘটে।

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী বিষ্ণিট খাড়াঙ্গ—তাল কাওয়ালি।

প্রণয় কি ধন, লো! সহী।

প্রণয়ী না হলে সখি জানে কি কখন ॥

রসিক যে জন হয়, সদা রসবন্দে রয়,

মধুব্রত সঙ্গা যথা, করে মধু আন্বাদন।

রমণী অমূল্য ধন, রসিকের আভরণ,

অহীবর শিরে যথা, শোভে উজ্জল রতন।

মথিলে প্রেমধি-জল, উঠে সুধা নিরমল,

পান করে প্রেমিকেতে, হরবে হয়ে মগন ॥

মলয়। আহা কি সুমধুর সঙ্গীত! প্রিয়ে তোমার প্রিয়সখিরা
সঙ্গীত বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী।

বদন। নাথ গামজীর কেমন গুণ তার।

মলয়। প্রিয়ে তোমার প্রিয়সখিরা এইধরনের অতি সঙ্গপদেশ দিয়েছে।

নেপথ্যে ।

গীত ।

রাশিনী ইন্দুকল্যান ——— তল আভাঠকা ।

ভগ্ন ভুবিল লাগরে দিবা অবলালে ।

বিকচ কমল, পূর্ণ পরিমল, মলিন হইল হ্রবিশ মনে ।

কুমুদবান্ধব হাসি, আকাশে প্রকাশি আসি,

ভুবিল কুমুদে হরবিত মনে ।

কৌমুদী সুনন্দরী, তারকার ঐরি,

তারাপোভা হরি, ছাইল বিমানে ॥

৬ মলয় । প্রিয়ে সন্ধ্যা হোলো—ঐ দেখ স্বর্গ অস্তগত হয়েছে চন্দ্রাগমে
কুমুদিনী বিকশিতা হচ্ছে । পাখীগণ শব্দ কত কত আপন আপন
কুলার অনুষণ কছে । প্রিয়ে আজকের মত বিদায় দাও (হস্ত ধারণ) ।

দূরে হই জন রক্ষকের প্রবেশ ।

প্রথম । (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইত বীরে এদিন ধরে
খুজ্জি রাজকুমারকে কোথাও ত দেখতে পেলুম না ।

দ্বিতীয় । তবে চল মস্তুর মশায়কে বলিগে যে কোথায় পেলুম না ।

প্রথম । দূর আরও দিনকত ভাল করে এদিকটা খুজবো তার পর
যদি না পাওয়া যায় তবে মস্তুর মশায়কে বোলবো যে রাজকুমার কোথায়
যায় তা টের পেলুম না, জানিস্ খুজে দিলে মহারাজ বিদায়
করবেন ।

দ্বিতীয় । হা তা জানি মস্তুর মশায় কাছে বাহাল করবার দিন
বলে দিয়েছেন ।

প্রথম । সে যাহোক আমি তাই আশির্ষ্য হয়েছি রাজকুমার আজ
যেমন বেরিয়েচে আমরা তখন তাঁর পাছে পাছে লুকিয়ে ছুটেছি তবে
এর মধ্যে কোন্ দিকে গেলো ।

দ্বিতীয় । এইটুকু সময়ের ভেতর রাজকুমারের বাগান থেকে কাছবে
জোর এই বলভের বাগান পর্যন্ত আসতে পারে । এব চেয়ে বেশি দূর
কর্ধন যেতে পারে না ।

প্রথম । তবে আজ এই বাগানের সব ভরাস কোরবো ।

দ্বিতীয় । আর আমরা রাজকুমারের বাগানে যে লুকিয়েছিলাম ও রাজকুমার টের পাবনি । মনে করেছিলাম কেউ নাই তবে এইবেলা পালাই ।

প্রথম । সে যাহোক তিনি যদি আমাদের দূর থেকে দেখতে পায় তাহলে লুকিয়ে পালাবে । তা হবে না ।

দ্বিতীয় । তবে চল এই বট গাছটার আড়ালে থেকে চার দিক বেশ করে দেখা যাক ।

প্রথম । হেঁ সেই ভাল ।

[দুই জনের বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি ।

দ্বিতীয় । (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া) ওরে ছন্দা ওদিকটা ভাল করে দেখ্‌দেখি একজন মর্দ আর একজন স্ত্রীলোক কথা কচ্চে না ।

প্রথম । হেঁ রে সত্যিইত ।

দ্বিতীয় । তা ভালকরে দেখ্‌দেখি মরদটা আমাদের রাজকুমার না ।

প্রথম । তুই সালা দাঁড়া আমি ভালকরে দেখি হেঁরে সত্যি ইত কুমার বটে ।

দ্বিতীয় । কিন্তু ভাই যদি রাজকুমার হবেন তাহলে রাজ পোশাক থাকতো । আমার বোধ হয় আর কোন লোক হবে ।

প্রথম । কেউ চিনতে পারবে বলে যদি রাজপোশাক ছেড়ে থাকে ।

দ্বিতীয় । হেঁ তা হতে পারে ।

প্রথম । তবে চল মস্তুর মশাইকে খবর দিইগে ।

দ্বিতীয় । কি শিরোপা পাওয়া যার দেখা যাক ।

প্রথম । জরির শিরোপা ছাড়া নেওয়া হবে না ।

দ্বিতীয় । তার আর ভুল আছে ?

প্রথম । তবে চল বলিগে রাজকুমার বরভের বাগানে একটা মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কচ্চেন ।

দ্বিতীয় । তবে চল আর দেরি করা হবে না ।

প্রথম । আজ্ঞা তবে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

মল্ল । আরে এক্ষণে সরাসরি হোলো, আকাশে চন্দ্র উদয় হয়ে কেমন শোভা বিস্তার করেছে । আর আমি মেরি কক্ষে পারি না বিদায় পাও ।

মদন । নাথ যদি একান্তই বাবেন, তবে কবে পুনরীকর শাস্তাং হবে ?

মল্ল । মদনোৎসব কবে হোলো ?

মদন । আর ছই দিন বাকী আছে ।

মল্ল । তবে মদনোৎসবের দিন পুনরীকর শাস্তাং হবে ।

মদন । (হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ অধিনী তোমারই বণবর্জিনী তে-
মাকে বাধা দিতে পারেনা । কিন্তু নাথ তোমার নিকট এই ভিক্ষা যেন
অধিনীর প্রতি নির্দ্বন্দ্ব হোয়োন ।

মল্ল । আমাব দেহে ষত দিন জীবন থাকবে, ততদিন তোমাব নিকট
আমি বান্ধা বইলাম ।

মদন । নাথ চাতুর্ধিনী যেমন ষাবি প্রতীক্ষা কবে সেইরূপ আমি তোমাব
আগমন প্রতীক্ষা কবে বহিলাম যেন আমাব ভূষণ প্রাণত্যাগ করতে না হয় ।

মল্ল । কখনই না ।

মদন । আমি এক্ষণে সঙ্গীত শালায় যাব, বোধ হয় প্রিয়সখি আমাব
বীণাব সুর বেঁধে আমাব জন্য প্রতীক্ষা কছে ।

মল্ল । আমি তবে এক্ষণে চলেম ।

[মল্ল কেতুব প্রস্থান ।

মদন । (স্বগত) প্রাণ নাথ তো গেলেন, এখন আমি ও সঙ্গীত-
শালায় যাই । আব বোধ হয় প্রিয়সখি এক্ষণে বীণার সুব বেঁধে আমাব
প্রতীক্ষা কছে । রাত্রি ও অর্ধেক হয়েছে । গগনে চন্দ্র উদিত হইয়া কেমন
শোভা বিস্তার কছে, সবই গুত্র সবই যেন হাস্যমুখ । তবুও আজ চন্দ্র
দেবের একাদশ কলা, আগামী ত্রয়োদশীর দিন মদনোৎসব হবে । উদ্যানে
এই প্রশস্ত পথ গুলি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন নদী সকল নিশক
পদসঙ্করে পর্কিত হতে প্রবাহিত হছে । সূর্যের উদয় চন্দ্ররশ্মি পতিত
হওয়াতে বোধ হছে যেন যৌগীর্ণ শুক্লাবর মতকে ধারণ করিয়া যোগে
মগ্ন আছে । সরোবরে সুহৃদিনীর কি শোভাই হয়েছে, নাথের সহিত সম-
ন্বিক স্বপ্নভোগ কছে আমার অদৃষ্টে এই সুখ ছদ্মিষ ঘটবে না । কমলিনীর

এখন যে মশা আমার ছবির সেই মশা, বা হোক আর এখানে তাইসেই কি হবে। যাই রাত্রি চোর হয়েছে। প্রাণ নাথ ভো বিগ্রহ সাগরে জুঝিরে গেছেন এখন কি উপায় করি ?

গীত ।

রাগিণী ঝাংঝা—তাল কাওয়ালী ।

বিগ্রহ জালা প্রাণে কত সহিব ।

আমার যাতনা বত, কাসে আব কহিব ॥

পড়ি বিরহসাগরে, মরি হে অভলনীয়ে,

কুলেতে উঠিতে আজি, কার আশ্রয় ল'ব ।

ভীষণ বাড়বানল, এবে হইয়ে প্রবল,

জালাইছে দেহ মন, কেমনে নিবাইব ॥

[মদনমঞ্জরী ব প্রস্থান ।

অন্য দিক হইতে সখির প্রবেশ ।

সখি । (স্বগতঃ) কই প্রিয়সখি কোথায়, এখানে তো নেই । তিনি এই বয়েন, বীণার সুর বেঁধে আমার জন্য সজ্জিতশালার প্রতীক্ষা করণে, আমিও তাঁর বীণার সুর বেঁধে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে শেষে এখানে এছ, তা কই এখানে তো দেখতে পাচ্চিনে । তবে রাত্রি হয়েছে দেখে যদি সজ্জিতশালার গিয়ে থাকেন । হঁ তাই হবে, কিন্তু আমিও তো সজ্জিতশালা থেকে এখনি আসছি, তা কই এদিক দিয়ে তো দেখতে পেলেন না । তবে ঐ দিক দিয়ে গিয়ে থাকবেন । হ্যাঁ তাই সম্ভব বটে । (চিন্তা করিয়া) সে বা হোক প্রিয়সখির মনোমত বরটা যেন কামদেব । প্রিয়সখি যেমন স্কন্ধরী বরটাও তেমনিস্কন্ধর, বড় চমৎকার মিলনটা হয়েছে । বিধাত ভবিষ্যৎ যেন সজ্জী নারায়ণ বা পার্শ্বভী ও মহাদেব অথবা রতি ও কামদেব । (চিন্তা করিয়া) কিন্তু বাহ্যতে প্রিয়সখির পরিণয় ক্রিয়া শীঘ্রই সমাধা হয় তাহাতে বিশেষ চেষ্টা হতে হচ্ছে, কারণ প্রিয়সখি বিরহে অত্যন্ত ক্লশা হয়েছেন আর সহ্যই যেন অসমর্থক । আজি কালই পিতার নিকট একথা উপাশন করবো এবং ক্রমশঃ শীঘ্রই পরিণয় ক্রিয়া শেষ করা হয় তাহাতে পিতাকে বিশেষ আনন্দ হতে হবে । (পরিকল্পনা) কিন্তু আর শীঘ্রই যে এক প্রণয়

প্রেম হোলো ! অকল্য প্রেমের কল্য প্রেমীরাই বলাতে পারে, অন্য লোকে সে বিষয়ে বিবেচনা কহে পারে না ।

গীত ।

রাগিনী বারোঙা—তান ছুরি ।

প্রেম কি অমূল্য বস্তুন ।

জানেনা সকলে বিনে প্রেমিক জন ॥

শশী সমাগম আশে, কুমুদিনী এই সরসে,

মনে গুহরে দিবসে, সুদিয়া নবন ॥

শত অনেক হোলো সঙ্গীতশালায় যাই ।

[সখির প্রস্থান ।

ইতি ২ম পবিত্রাধ্যায় ।

ইতি ৩য় অঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম পরিদৃশ্য ।

সিদ্ধেশ—বল্লভের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান ।

বল্লভের প্রবেশ ।

বল্লভ । (স্বগত) আহা আজ কি সুখের দিন। বসন্ত কাল এয়েছে, গাছগুলোর কেমন শোভা হাচ্ছে, গোড়াথেকে আগা পর্য্যন্ত নূতন নূতন পাতা বেরিয়েছে । (পবিত্রকরণ) কোকিলেবা তো পূব গান কচ্ছে । ভোমবা গুলো ফুলের মধু খেয়ে গুণ গুণ কবে বেড়াচ্ছে । মূবে ঐ হবিণ গুলো দৌড়ে নেড়াচ্ছে আর শিঙ গুলো হবিণীর গায়ে চুঁবাচ্ছে । চখা গুলো পদ্মের ডাঁটা গুলো আপনাবা আদখানা খেয়ে আর আদখানা চখীদের মুখে দিচ্ছে । এ সময়ে কেবল আমোদই ভাল লাগে, আর বাগান বেড়ান বড় সুখ । বাহোক বসন্তকাল দেখতে অতি ভাল এই কালেই বাগানের শোভা দেখা যায় আর একপ শোভা কোন কালেই দেখা যায় না । ঈশ্বরের কি গেলা ! বসন্ত-দশাই কাল, বসন্তকালের শোভার চেয়ে আর শোভা নাই । একালে যে আমোদ ও বাগান বেড়ান সুখভোগ না করলে তার জন্মই বুখা ও এ শোভা যে না দেখলে তাব চোর বুখা । (চিন্তা করিয়া) তাকই এই বসন্তকাল তাতে আমার বাগানে আজ মদহুচ্চব কাকেও চো দেখটিনে । বাহোক এ উচ্চবটা মদনমঞ্জরী হতেই কতে পারি, আগে এসব কিছুই ছিল না, মদহুচ্চব ছিল না বাড়িতে দানপত্রও ছিল না, এত লোক জনও আসতো-না, এত চাকর চাকরাণী ছিল না আর আমি যে প্রকার সুখভোগ কতি আমার বাপ দিতামহ কখন চকেও দেখেনি যেমপালনেই জীবন কাটতো কাল কি বাই এমন সংস্কার ছিলনা । এখন আমার কপাল কেমন কিহাচ্ছে, এখন ঈশ্বরের কৃপায় বাড়িতে প্রায় ক্রিয়া কলাপ কাক বামনা দাম পত্র ও খুব খেড়ে উঠেছে পড়ো পার্কমের কথাই নাই, বাড়ি ঘর দারও মক হয়নি ।

কথায় বলে, “যখন দারু কপাল ধরে, আকাশের চাঁদ পান্নে কদে,” মদন-মঞ্জরীকে মাঠ থেকে পাওয়া অবধি আমার কপাল কিরেছে এবং বেশ গোছান হচ্ছে গেছে। যার মেখপালনই জীবন কাটতো তার যে এমন কপাল হবে তাতে কপালের খুব জোর বলতে হবে। আমাকে ধন্য বলতে হবে। কিন্তু এত ধুমধাম মদনমঞ্জরীর কেবল চার ভাগের এক ভাগ গহনা বিক্রী করে খাটয়ে করেছি আর সেই গহনার তিন ভাগ এখনও মজুদ আছে আর সেই যে কাপড়ের সঙ্গে কাগজটুকু ছিল তাহাও রাখতে ভুলিনি ও সেই ছোট কাপড় টুকুও রাখতে ভুলিনি। (চিন্তা করিয়া) বাহোক এখন একটি কাষ বাকী আছে মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিতে পারলেই আমার কাষ শেষ হয়। রসিকরঞ্জন নামে যে যুবকটি এখানে রোজ আসে ও যার সহিত মাধবী বলে মদনমঞ্জরীর খুব পীড়িত হয়েছে অতি ভদ্র ও শাস্ত, কিন্তু বোধ হয় যেন লুকন বেশ। তা বাই হোক উটী সুপাত্র বটে উহারই সহিত মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিব। (চিন্তা করিয়া) এ আমাদের দিন রসিকরঞ্জন এলোনা যে এর কারণ কি ?

নেপথ্যে। আহা বসন্ত কাল কি রমণীয়।

বল্লভ। (সত্যকিতে নেপথ্যদিকে দৃষ্টিকরিয়া স্বগত) এই বে দুইটা ভদ্র লোক আসচে।

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

(প্রকাশে) আনুতে আজ্ঞা হোক। আমার পরম সৌভাগ্য মহাশয়-দেব পদধূলিতে আমার বাগান আজ পবিত্র হোলো।

প্রথম। মহাশয় অমন কথা বলবেন না।

বল্লভ। মহাশয় বসন্তে আজ্ঞা হয়।

দ্বিতীয়। আমরা বসতি আপনি ও বহন।

বল্লভ। আজ্ঞা তবে বসি বাক। (সকলের উপবেশন)

প্রথম। এখন ও যে দশাই উৎসবের কোন উদ্যোগ দেখচিনা।

বল্লভ। সকলিই প্রস্তুত আছে তবে পাঁচজন ভদ্র লোক এলেই হয়।

দ্বিতীয়। মদন দেবের এখন ও পূজা হয়নি।

বল্লভ। আজ্ঞা না দশাই।

বেশ্যে । দেখ বলজগৎকে তরুণ কেমন নব শোভা দারণ করেছে ।

প্রথম । (বলজের প্রতি জনান্তিকে) মশাই কে হুঁচী তুললোক
আলছে চলল উঠে অভ্যর্থনা করা যাক ।

বলজ । তার আর তুল আছে ।

সকলে । (উদ্ভিন্ন) মশাইদের আসতে আজ্ঞা হয় ।

ছদ্মবেশে জীমূতকেতু ও সত্যপ্রকাশেব প্রবেশ ।

সত্য । মহাশয়েরা বহুন । অত কষ্ট নিতে চবেনা ।

বলজ । বিলক্ষণ বসুতে আজ্ঞা হয় ।

সত্য । আমরা বসছি । আপনারা সকলে বহুন । (সকলের উপ-
বেশন) ।

বলজ । (জীমূতকেতু ও সত্যপ্রকাশেব প্রতি) আমাব ১৫ দৌভাগ্য
আপনাদের পদধূলিতে এ বাগান পবিত্র হোলো ।

সত্য । মশাই অত শিষ্টাচারের আবশ্যকতা নাই ।

রাজা । (স্বগত) বাস্তবিক পবিত্রই হোলো ছদ্ম মেঘপালককে কেহই
স্পর্শ করে না ।

প্রথম । (রাজা ও সত্যপ্রকাশকে দেখিয়া দ্বিতীয়ের প্রতি মুহূর্ত্তবে)
মশাই আমি এঁদের উভয়কে চিনি ।

দ্বিতীয় । আমার বোধ হচ্ছে এঁদের বেশ চিনি কিন্তু কোথার দেখেছি
এবং কি নাম ভীষা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না ।

প্রথম । বাহোক পবিত্র জিজ্ঞাসা করলে সমস্ত টেব পাওয়া যাবে ।

রাজা । (চৌদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যপ্রকাশের প্রতি মুহূর্ত্তবে)
কই এঁদের মধ্যে বলজকেতুকে দেখিনি ।

সত্য । আজ্ঞে না ।

রাজা । তবে কি রক্ষকগণ কর্তৃত্ববাক্য বলে ?

সত্য । আমার বোধ হয় তা নয় ।

রাজা । তবে কি ?

সত্য । এখনও তিনি আসেন নাই ।

রাজা । অসম্ভব নয় ।

সেপথ্যে ।

পিত ।

বাহার—আড়াঠেকা ।

১ পরস বসন্ত ঋতু উদয় হোমৌ বহর ।

বৃক্ষ ডালে বসি শিক মধুর কানিতে গায় ॥

ভ্রমব প্রকুর ননে, গমে ভ্রমরীরে মনে,

মধুপানে মত্ত হয়ে, গুণ গুণ স্মরে গায় ।

মদন হানিছে বান, করিয়ে শর সন্ধান,

এই বানে বিবচীদের, প্রাণ বুঝি বাহিরায় ॥

রাজা । আহা কি মধুর সঙ্গীত । একপ মধুব সঙ্গীত শুনলে কাঁচব
হৃদয় না প্রকুলিত হয় ?

সত্য । আজ্ঞে তার আব সন্দেহ আছে ?

বাজা । দেখ সত্য এখনওত মলয়কেতু এলোনা ।

সত্য । বোধহয় এখনি আসবে ।

মলয়কেতু, মদনমঞ্জরী ও সখির প্রবেশ ।

বল্লভ । (মদনমঞ্জরীকে দেখিয়া) বৎসে ! এস তোমাদেব মদন
পূজা হয়নি ?

মদন । পিত ! আমি সেবিষয় জ্ঞাত নহি আমি এই ক্রীড়োদ্যানহতে
আস্টি । এই মাধবী আছে লিজ্ঞাসা করুন ।

বল্লভ । বৎসে মাধবী কুলবালার মদন পূজা কন্তে গ্যাচে কি ?

মাধবী । কই এখনও যাব নি ।

বল্লভ । তবে এই সময়ে পূজা সেবে আসতে বলগে ।

মাধবী । আজ্ঞা মণাই তবে আমি বিদেয় হই ।

বল্লভ । আজ্ঞা যাও ।

[মাধবীর প্রস্থান ।

মদন । (বল্লভের প্রতি) পিত ! আমি এখন ঐ দুর্কার ওপর
বসিগে । (উপবেশন)

মলয় । (বল্লভের প্রতি) মণাই আমি এখানে দুর্কার বসগে । (উপ-
বেশন)

প্রথম । (বনভের প্রতি) মশাদের কন্যাটী বিবাহোপহৃত হইতে ।

বনভ । আজ্ঞে হাঁ ।

দ্বিতীয় । এমন সম্বন্ধ স্থির হইতে ?

বনভ । কই না কিছু নির্দ্ধারিত হয়নি ।

সত্য । (বনভের প্রতি) ঐটী আপনার কন্যা ।

বনভ । আজ্ঞে হাঁ ।

সত্য । কন্যার নাম ।

বনভ । আজ্ঞে মদনমঞ্জরী ।

সত্য । এপর্যন্ত অনুচ ।

বনভ । আজ্ঞে হাঁ ।

নেপথ্যে । গীত ।

রাগিনী পাহাড়ী-বায়োঙা—তাল ভরতঙ্গ ।

চল মদনের পূজা করিগে সকলে ।

আবাধিব সবে মোরা অতি কুতূহলে ।

মল্লিকা মালতী যাতি, সেকালি বকুল গুঁতি,

পুঞ্জিব মনের সাথে মদনে সকলে ॥

বনভ । (নেপথ্যদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে কুলবালারা মদন দেবের পূজা কহে থাকে ।

রাজা । তাইত সত্য, কুলনারীগণ যে মদনদেবের পূজার্থে গমন কহে ।

সত্য । আজ্ঞে হাঁ ।

নেপথ্যে । তুই চল্নালো ।

এই যে আমি ব্যক্তি তুই জল ফেলতে ফেলতে যা ।

ঐ । তুই ফুল ছড়াতে ছড়াতে যা ।

ঐ । চল আমি ব্যক্তি ঐ দেখ মনির দেখতে পাচ্ছি ।

প্রথম । (বনভের প্রতি) ওহে বন্ধো কুলবালারা তো এখন পূজা করিতে গ্যাঁলো, এখন এমিকের আমোদ ব্যাক কেন ?

বনভ । মশাই পূজা শেষ হলেই ।

রাজা । (সত্যপ্রকাশের প্রতি বৃহৎ) । মিথ্য ! নীচকুলে এতাদৃশ
মনোহর কলসাবল্যসম্পন্ন ও আর্ঘ্য স্তম্ভাবিতা কামিনী কদাচিৎ
হয়নি । এই যুবতীর বচন প্রবণ ও বিনয় দর্শনে বোধ হয় এ সামান্য
লোকের কন্যা নয় । জলধি মধ্যেই অমূল্য রত্নের জন্ম হয় সরোবরে কণ-
নই হয় না ।

সত্য । মহারাজ বোধ হচ্ছে এটি তরুণী নৃপ কন্যা হবে ।

রাজা । (বল্লভের প্রতি) ওহে বন্ধু তোমার তনয়ার সহিত যে
তরুণ পুরুষটি কথোপকথন করতেন তাঁর নাম কি ?

নন্দ । মশাই এ'ব নাম রসিকরঞ্জন । আমার তনয়াব সৌন্দর্য দর্শনে
ইহাব সাতিশর প্রীতি জন্মিয়াছে এবং উভয়ে পরস্পর এতাদৃশ অনুরক্ত সে
তিলকি বিবাহ কাহারও সহ্য হয় না । যা হউক যদিচ এই যুবা আমার
তনয়াব পাণিগ্রহণ কবেন তা হলে অপর যে কি লাভ কববে তাহা
স্বপ্নেও কখন দেখে নি ।

রাজা । (মলয়কেতুব প্রতি) ওহে যুবক, তোমার হৃদয় যেন কোন
অপূর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ বোধ হচ্ছে । কারণ এই উৎসবের দিন তোমার ওৎ
সুক্য মাত্র দেখতে পাচ্চিনে । আমরাও তরুণ সময়ে প্রেমস্বর্ণীক সহিত
আমোদে কালক্ষেপ করতেন এবং প্রেমস্বর্ণীকে কত দ্রব্য সামগ্রী প্রদান
করিতাম, কিন্তু তুমি এই আমোদের দিন তোমার প্রেমস্বর্ণীকে কিছু দ্রব্য-
জাত দিলে না ।

মাল্য । হে বন্ধু ! আমার প্রেমস্বর্ণী সামান্য দ্রব্যের প্রায়সিন্দী নহেন
ইনি যে দ্রব্যের অভিলাষ করেন তাহা আমার হৃদয়ে জাগরুক হচ্ছে ।

রাজা । সে এমন কি দ্রব্য ?

মাল্য । আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে অকপট বচনে অঙ্গিকার করছি,
যশাবিরি পাণিগ্রহণ পূরঃসর এই স্তম্ভীকে স্বীয় পরিণিতাবলিকা করিব,
আপনি স্বকর্ণে স্বীয় অঙ্গিকার গ্রহণ পূর্বক এতদ্বিষয়ে শাস্তী হউন ।

রাজা । (হৃদবেশ ত্যাগ করিয়া মহাক্রোধে) রে কুলদ্বার আমি যেন
তোমার এই কামিনী পরিক্রান্তের প্রত্যাশদর্শী হই । যে নীচাশর হুই কি

নাহলে অধিপালিনী কন্যার পাণিগ্রহণ কন্তে অভিলষী হইতেনি? (মদন মঙ্গলীর প্রতি) যদি বারাক্তর যুবরাজকে স্বপরিচয়নে আসিতে বাও তা হইলে তোমার ও তোমার ভাত্রী প্রাণী মেষপালকের প্রাণও করিব। (মতাপ্রকাশের প্রতি) দেখ সত্যপ্রকাশ, তুমি এই মীচাশয় বলয়-কেতুকে সঙ্গে লইয়া আইস।

[রাজার ক্রোধ ভরে বেগে প্রস্থান।]

প্রথম। (স্বগত) একি আশ্চর্য ঘটনা, এ আমোদের দিন প্রভুল কাণ্ড উপস্থিত (বরভের প্রতি প্রকাশে) মশাই আমরা এখন নাই।

বরভ। আচ্ছা মশাই (দ্বিতীয়ের প্রতি) আপনিও যাবেন নাকি?

দ্বিতীয়। আজ্ঞে হাঁ।

[নাগরিকদ্বয়ের প্রস্থান।]

মদন। (মলয় কেতুর প্রতি) প্রাণনাথ এ অধিনীকে ত্যাগ করণ আর এ অধিনীর জন্য ভাবনা কন্তে হবেনা। দাসীর তোমাব সীমন্তিনী হবার অশালতা এত দিনে ছিন্নমূলা হইল।

মালা। প্রিয়ে তোমাকে কি প্রাণান্তে ও ত্যাগ কন্তে পারি?

সত্য। (স্বগত) এদের উভয়ে উভয়েই প্রতি যে প্রকার অল্পবাক দেখি তাতে একজন বিহনে আব একজন যে প্রাণ ধারণ করবে এমন সম্ভব নয়। বাহোক আমি এত বড় বড় বাও করলাম, আর কি এই যুবক যুবতীর অভিলাস সকল কন্তে পারবোনা?—কেনই বা পারবোনা? কোন উপায় কি নাই? ভাল ক্ষণকাল চিন্তা করি। (চিন্তা)।

মদন। প্রাণনাথ বা স্বপ্ন দেখেছিছ তা এখন ঠিক পরিপূর্ণ হোলো।

মালা। তা বলে কি আমি তোমার পরিত্যাগ কন্তে পারি? তা প্রাণান্তেও পারবোনা।

সত্য। (স্বগত) এক কর্ম করলেই তো হতে পারে। সে দিনে জন-নের যে মহারাজ চন্দ্রশেখর আমার অল্পপরিচয় জন্য ও মহারাজ ভীমুত-কেতুর সহিত বিচ্ছেদ জন্য অহুতানিত হয়েছেন। তো তার সমীপে

সইয়া গেলে সর্বাধিক রক্ষা পাইতে পারে। (বলভের প্রতি প্রকাশে) তবে
মিঞা আমি এক পরামর্শ দিতে পারি যাতে এই দুইকে যুবরী উভয়ে চিরকাল
সুখে কাল বাপন করিতে পারে।

বলভ । যশাই যদি আপনি এই যুবক ও আমার মননমঞ্জরীর বিবাহ
দিতে পারেন তা হলে আমি আপনার নিকট চিরজীবিত দাসের ন্যায়
থাকবো।

সত্য । তুমি এঁদের উভয়কে লইয়া শাহেশ্বরীপুরীর মহারাজ চন্দ্র-
শেখরের নিকট চল, তিনি এঁদের উভয়ের বিবাহ দিয়া সকলকে আশ্রয়
দেবেন।

বলভ । আমি সে পথ অবগত নই।

সত্য । আচ্ছা আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

বলভ । তবে এখনি স্বাক্ষর উদ্যোগ করি। ওরে রামপ্রসাদ একবার
এদিকে আর।

নেপথ্যে । এঁজো যাই।

বলভ । মহারাজ জীমূতকেতুর ক্রোধ হবার সম্ভাবনা।

সত্য । তা হলোই বা। ওঁর রাজ্যে ত আমরা আর থাকবো না।
তবে আর ওঁকে ভয় কি ?

ভৃত্যের প্রবেশ।

বলভ । (ভৃত্যের প্রতি) মাধবীকে এখানে আসুতে বল ও মনন
মঞ্জরীর শৈশবাবহার গহনা, কাগজটুকু ও ছোট কাপড় সীগঙ্গীর নিরে
আয়।

ভৃত্য । আজ্ঞে সীগঙ্গীর আসুটি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

রত্নালকার ইত্যাদি লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।

ভৃত্য । (বলভের প্রতি) যশাই এই গহনা, কাপড় ও কাগজটুকু
নেউন (বলভকে লিপি, পরিচ্ছদ ও অলকার প্রদান)

বলভ । মাধবী কোথা এলোনা বে।

ভৃত্য । সে আসচে।

মাধবীর পুনঃ প্রবেশ ।

মাধবী । (বনুভের প্রতি) পিতঃ আমাকে ডাকচেন কেন ?

বনুভ । তুমি বাছা মদনমঞ্জরীর সঙ্গে চল । (ভৃত্যের প্রতি) রান-
প্রসাদ তুই আমাদের সঙ্গে আর ।

ভৃত্য । আজ্ঞে ।

বনুভ । (সত্যপ্রকাশের প্রতি) তবে চলুন আমরা এখনি যাই ।
আর দেরি করে কাজ নাই ।

সত্য । তবে চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

ইতি ৪র্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম পরিদৃশ্য ।

মাজেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতনের নির্জনগৃহ ।

ধর্মদাসের প্রবেশ ।

ধর্ম । (স্বগত) তাহঁতো সকল স্থানে ও সকল দেশেই অনুসন্ধান করা হোলো, পোনের বছবেও উগ্রধ্বজের সন্ধান হোলো না । অর্ধশত, দ্রাবিড়, কর্ণাট, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মল্লপ্রদেশ, সিংহ, মগধ ইত্যাদি, ইত্যাদি সকল দেশ থেকেই দূতেরা কিছুই সংবাদ আনতে পারেনি না । মথুরায় বেঁধে রাখা পাঠান হয়েছিল গড় কশ্য সেও বিবর বদনে ফিরে এসেছে । আর চেষ্টা করবার তো ত্রুটি ক'ব' হয়নি । উগ্রধ্বজের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করে যে দেশে যে দূত গাছে তাহাদের হাতে একখানি কবে দেওয়া হয়েছিল । কোন পকারেই কোন সন্ধান পাওয়া গেল না । আর কোন পোতে গেছে তাও এতদিন সন্ধান পাওয়া যায়নি । তবে সেই বৃদ্ধ নাবিককে জিজ্ঞাস ক'রে সে বলে যে আশাব মানাব নৌকার যাত্রা, কিন্তু আশার আশা ও পোনের বছবে ফিরে আসেনি । (চিন্তা করিয়া) যাহোক আশাব বোধ হয় যে যখন পোনের বছরের মধ্যে উগ্রধ্বজ ফিরে এলো না তখন সে নিশ্চয়ই কাল গ্রাসে পতিত হে'বেচে, তাহলে রাজকন্যারও বিনষ্ট হবার খুব সম্ভাবনা । যাহোক মহারাজ একে রাণীর বিবাহে শোকা-কুল, তাতে সত্যপ্রকাশ ও জীমূতকেতুব সহিত নিচ্ছেদজন্য অনুতাপিত, তাহাতে উগ্রধ্বজ ও রাজকন্যার উদ্দেশ না ক'লে—ক'র হোগ'লে—উগ্রধ্বজের নাই বা হোলো—রাজকন্যাকে পুনপ্রাপ্ত না ক'লে কি'সি বিশেষ শোকা-কুল হবে পড়বেন উগ্রধ্বজ যদিহ'লে ক'নট করে থাকে যে'ক' আত্মাদের বিবর—সে কেন অমন মিঠুর আত্মা সম্পাদন ক'রে গালো—কিন্তু ই'খর কর'ন যেন আমাদের রাজকন্যা অ'হ'খ'রী'র খা'ক'ন ।

কাকোঁক রাজা কন্যাকে কপিলে ভরাই দাখিলেন, একাধে বুঝি রাজার উদ্ভাবনী
কারী বিহীন হোলো। মহামুনি কপিল যা লিখেছেন তা যথার্থ। মহারাজকে
তখন কত বললাম, তিনি তখন লিপি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, কিন্তু
জাণীর মুক্তার পরকণ্ঠেই ইহা যথার্থ বলে স্বীকার করেন এবং সেই অব
স্থায় এখন পর্যন্ত ও শোকাবল আছেন। (চিন্তা করিয়া) সে কেবল
বিধাতার নির্ভর বইত নয়, তানা হলে কি মহারাজের এমন কুমতি
হয়? যাহোক গতাহুশোচনার ফল নাই। এখন মহারাজ যেমন সত্যপ্রকা
শের জন্ম অন্ততাপিত, যদিহ্যাং সত্যপ্রকাশ উপস্থিত থাকতেন তাহলে
রাজা কথঞ্চিৎ শান্ত হতে পারতেন।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

ধর্ম। (নেপথ্যদিকে অবলোকন করিয়া) সত্যদাস ভায়া আস
চেনা—হে সত্যদাসই বটে। ও যে বকন হাসতে হাসতে আসচে, তাতে
বোধ হয় কোন শুভ সম্বাদ পেনেচে।

সত্যদাসের প্রবেশ।

(প্রকাশে) কিতাই সত্যদাস হাসা মুখে যে? কোন শুভ সম্বাদ
পেয়েছো বোধ হচ্ছে।

সত্য। এক পোত হতে সত্যপ্রকাশ মশাইকে অবতরণ হাত
দেখলাম।

ধর্ম। তাঁর সঙ্গে আর কেউ আছে?

সত্য। তান সহিত, এক বৃদ্ধ পুরুষ, একটি যুবা ঠিক মহারাজ ভীমুত-
কেতুর মতন, আর একটি তরুণ বয়স্ক কন্যা ঠিক আমাদের মত রাণী
মহাদেবীর মত কিছু তকাং নাই।

ধর্ম। মেয়েটার বয়স কত?

সত্য। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ।

ধর্ম। তবে সেইটি নিশ্চয়ই আমাদের রাজকুমারী, কারণ প্রায় পঞ্চ-
দশ বর্ষ হত হয়েছে।

সত্য। হে আমি ও তাই ভাবছি।

ধর্ম। হো, সত্যপ্রকাশ মশাই তোমার সঙ্গে কথা কইলেন?

সত্য । 'হে অর্ধ কইলেন বইকি ।

ধর্ম । তো ছুঁলি আমাদের বাড়ীতে তোমার অবস্থান করে দিমে না কেন ?

সত্য । সভাপ্রকাশ মশাই ও তাঁর সেই সঙ্গীগণ তাঁর সেই আটাইতে অব্যাপ্যনেন । আমি বললেন তা চিনি শুনলেন না ।

ধর্ম । তবে চল মহারাজকে গুহ সংবাদ দিইয়ে ।

সত্য । তা চল যাক্ছি ।

ধর্ম । কিন্তু বোধ হয় তাঁরা কাল সকালে রাজ সভায় আসবেন ?

সত্য । হঁ । আত্মতো সভা ভঙ্গ হোলো ।

ধর্ম । হাঁ তা বটে ।

সত্য । কিন্তু মহারাজকে একথা আজই বলিগে ।

ধর্ম । তবে চল ।

উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি প্রথম পরিদৃশ্য ।

দ্বিতীয় পরিদৃশ্য ।

মাহেশ্বরীপুত্রী—রাজ সত্বে ।

মহাবাজ চন্দ্রশেখর আসীন ।

নিকটে সত্যদাস ও ধর্মদাস উপবিষ্ট ।

রাজা । কই সত্যদাস তুমি কাল বন্নে যে আমি সত্যপ্রকাশকে
খুঁজকে দেখেছি তাকেই সে এখন ও ত এলোনা ।

সত্য । মহারাজ আমি তাঁকে দেখেছি ও কথা কয়েছি । মহাবাজ
একটু স্থির হোন না । সত্যপ্রকাশ এখনই আসবে ।

প্রতীহারীর প্রবেশ ।

প্রতী । মহারাজের জয় শুভক, মহাবাজ হাবে দুই বৃদ্ধ এক ঘুবা ও
একটি কন্যা ভূত্য সহিত উপস্থিত । মহাবাজের সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে-
চাই ।

রাজা । আচ্ছা তাদের সকলকে আসিতে দাও ।

প্রতী । যে আজ্ঞে মহাবাজ

[প্রতীহারীর প্রস্থান ।

রাজা । সত্যদাস, বোধ হয় ইহাবাই বটে ।

সত্য । আজ্ঞে এরাই বটে ভাব আব সন্দেহ নাই ।

সত্যপ্রকাশ, বনু, মলযবেতু, মদনমঞ্জরী ও ভূত্যের প্রবেশ ।

সত্যপ্র ও বনু । মহারাজের জয় হোক, মহারাজ চিরবিজয়ী হউন ।

রাজা । সত্যপ্রকাশ, তোমার মঙ্গল ত ?

সত্যপ্র । আজ্ঞে মহাবাজের ভূত্যের কি কোন অমঙ্গল থাকে ?

রাজা । আমাকে এত দিন ত্যাগ কবে কোথা ছিলে ?

সত্য । মহারাজ আমি সিদ্ধাদেশাধিপতি মহারাজ জীবন্তকেতুর নিকট

সত্যদাস

সত্য । দেখানে থাক আমাকে কি এ অবস্থায় তোমার ত্যাগ করা
সম্ভব ছিলো ?

সত্য । মহারাজ এ অধীনের ত ইচ্ছা যে মহারাজের নিকটে থাকে, কিছু বিধাতা তখন কি কুমতি দিলেন, যে তাতে এ দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিলো ।

রাজা । সত্য তোমার কুমতি নয় সে আমারই— (বলভকে দেখিয়া সত্যপ্রকাশের প্রতি) এবৃদ্ধ পুরুষটি কে ?

সত্য । মহারাজ ইনি সিদ্ধুদেশনিবাসী, এঁর নাম বলভ, অতি শিষ্টপুরুষ ।

রাজা । (মলয়কেতুকে দেখিয়া সত্যপ্রকাশের প্রতি) এ যুধকটি কে ?

সত্য । মহারাজ ইনি সিদ্ধুরাজ জীমূতকেতুর পুত্র—এঁর নাম মলয়কেতু ।

রাজা । (মলয়কেতুর প্রতি) এস বাপু এস । তোমার পিতার সনে বিচ্ছেদ হয়ে অবধি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি তা আর কি বলবো । এস বাপু আমার নিকট উপবেশন কর ।

মলয় । মহারাজ যে আদর পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করেন, ইহাতেই কৃতার্থ হলেম (সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা । (স্বগত) এই মেরেটিকে দেখে আমার অন্তঃকরণ সহসা এত প্রকুর হোলো কেন ? আমার মদনমঞ্জরী যদি এত দিন জীবিত থাকতো তাহলে ঠিক এত বড়টি হোতো । যাহোক এ কন্যাটির পরিচয় লওয়াযাক । (সত্যপ্রকাশের প্রতি প্রকাশে) এ কন্যাটি কার ?

সত্য । মহারাজ এটি বলভের কন্যা এখানে মহারাজের সন্নিধানে সুবরাজ মলয়কেতুর সহিত পরিণয়ের জন্য আগমন । মহারাজ জীমূতকেতু এ পরিণয়ে অসম্মত ।

রাজা । (স্বগত) আহা ! এ কন্যাটি এঁর, আচ্ছা এঁদেরকে আশ্বাস দিবে কন্যাটির নাম জিজ্ঞাসা করি । (প্রকাশে বলভের প্রতি) আচ্ছা, আমি সুবরাজ মলয়কেতুর সহিত তোমার কন্যার পরিণয় দিব ।

বলভ । সে মহারাজের অল্পগ্রহ ।

রাজা । (স্বগত) এ কন্যাটিকে দেখে অবধি আমার মন চঞ্চল হয়েছে । ভাল রূপে একবার পরিচয় লইতে হোলো । (বলভের প্রতি) তোমার কন্যার নাম কি ?

বলভ । মহারাজ আমার কন্যার নাম মদনমঞ্জরী ।

রাজা। (স্বপ্নতঃ) আমার নির্ঝাসিতা কন্যার ও নাম মদনমঞ্জরী।
(প্রকাশে) তোমার আর কোন সন্তান সন্ততি আছে?

বল্লভ। মহারাজ আমার কোন সন্তান হয় নাই, তবে এই কন্যাটিকে শিশুকাল থেকে পালন করেছি।

রাজা। তবে এটি তোমার গুঁরসজাত নয়।

বল্লভ। আজ্ঞে না মহারাজ। এটিকে মাঠের মাঝে পেয়েছি। এর কাপড়ের সঙ্গে একখান ছোট কাগজ ছিল। তাহা আনিয়াছি তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত জান্ন যাবে।

রাজা। আচ্ছা কই সে লিপি কোথা?

বল্লভ। মহারাজ এই আমার নিকট।

রাজা। আচ্ছা সত্যদাসকে পাঠ করিতে দাও (সত্যদাসের প্রতি) ঐ লিপিখানি পাঠ কর।

সত্যদাস। যে আজ্ঞে মহারাজ (বল্লভের প্রতি) কই লিপি খানি দিন। (লিপি গ্রহণ ও পাঠ)।

“ইনি বাহেশ্বরীপুরীর অধিপতি মহারাজ চন্দ্রশেখরের দুহিতা, নাম মদনমঞ্জরী, রাজ্য ক্রোধে অলুকার সংযুক্ত নির্ঝাসন দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।

উগ্রধ্বজ

রাজ্য পারিষদ।”

রাজা। সত্যদাস আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না জাগ্রত আছি? এই সেই আমার মদনমঞ্জরী। তাই দেখে অবধি আমার মন উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। (মদনমঞ্জরীর প্রতি) এস মা এস আমার কাছে উপবেশন কর (মদনমঞ্জরীর সিংহাসনে উপবেশন)

মদন। পিতা এ জন্মদুঃখিনীকে যে সাদরে গ্রহণ করেন এই আমার পরম সুখ।

রাজা। বৎসে তোমার কি ত্যাগ কতে পারি। (বল্লভের প্রতি) হে বৃদ্ধ ভূমি যে প্রকার আমার উপকার করেছো তাতে আমি তোমার নিকট চিরদিন বাবিত হইব। তুমি অধ্যাবধি আমার বন্ধু হলে। এস উপবেশন কর (হস্তধারণ)

বল্ল । মহারাজের যেগুলি আজ্ঞা, আমি মহারাজের দাসকুমার । আমি মহারাজের কেনা গোলাম হলেম । মহারাজ মদনমঞ্জরীর হোট কাপড় ও কতকগুলি গহনা আছে । আজ্ঞা করেন ত মহারাজের নিকট আমি ।

রাজা । আচ্ছা লয়ে এস ।

বল্ল । মহারাজ এই দর্শন করুন ।

রাজা । কই দাও দেখি ।

বল্ল । লইতে আজ্ঞা হয় (অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ প্রদান)

রাজা । (অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সুগত) যখন গুণশীলা মদনমঞ্জরীকে আমার নিকট লয়ে আসে, তখন এই পরিচ্ছদ ছিল বটে কিন্তু অলঙ্কারের কথা ঠিক বলতে পারিনি । গুণশীলার স্মরণ থাকতে পারে । (সত্যদাসের প্রতি) সত্যদাস প্রতিহারীকে বল গুণশীলাকে লয়ে আসুক ।

সত্য । যে আজ্ঞে মহারাজ ।

[সত্যদাসের প্রস্থান ।

রাজা । (সত্যপ্রকাশের প্রতি) সত্য, অদ্য কি সুখের দিন, আজ নির্কাসিতা কন্যা পুনপ্রাপ্ত হলেম, তোমাকে প্রাপ্ত হলেম, সুহৃদবর জীমূত-কেতুর পুত্রকে প্রাপ্ত হলেম । (ধর্মদাসের প্রতি) ধর্মদাস নগররক্ষককে এই বোষণা কন্তে আদেশ কর যে নগরবাসীরা যেন উৎসবে থাকে ।

ধর্ম । যে আজ্ঞে মহারাজ, তবে নগররক্ষককে বোষণা কন্তে বনিগে ।

[ধর্মদাসের প্রস্থান ।

সত্যদাসের সহিত গুণশীলার প্রবেশ ।

গুণ । মহারাজের জয় হোক । মহারাজ আমার প্রতি কি আজ্ঞা ?

রাজা । গুণশীলে দেখ দেখি এই অলঙ্কার গুলি আমার কন্যা মদনমঞ্জরীর কি না ? (অলঙ্কার প্রদান)

গুণ । (অলঙ্কার দেখিয়া) মহারাজ এই অলঙ্কার গুলিই রাজকুমারী মদনমঞ্জরীর বটে ।

রাজা । আর দেখ দেখি এই কন্যাটী আমার মদনমঞ্জরী কি না ?

গুণ । (মদনমঞ্জরীকে নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে পুত্রকার রাজকুমারীর দর্শন পেলেম ।

বর। (রাজার প্রতি) মহারাজ একটি কথা মনে হোলো, যখন আমি মদনমঞ্জরীকে মাঠে দেখতে পাই, তখন দেখলাম যে যেহুটা পুরুষ মদনমঞ্জরীকে মাঠে কেলে গ্যাল তাদের ছজনকেই ছুটো ভান্নুকে মেরে ফেলেন !

রাজ। (সাক্ষর্যে) এঁ তাঁদের ছজনকেই ভান্নুকে মেরে ফেলেন !

বর। আজ্ঞে হাঁ।

গুণ। আমি কি হতভাগিনী, আমি স্বামীহীন হইয়াও এখন জীবিত আছি ? (মূচ্ছা)

রাজা। (সত্যদাসের প্রতি) সত্যদাস গুণশীলার মূচ্ছা যাতে অপনীত হয় তার চেষ্টা দেখ।

গুণ। (উখিত হইয়া) মহারাজ এতদিনে আমি অনাধিনী হলেম আমার অদৃষ্টে যে কত যতনা আছে তার আর ইয়ত্তা নাই (রোদন)

রাজা। বৎসে গুণশীলে সংসারে সকলেরই এমন হয় তবে তোমার শোক করা বৃথা।

সত্যপ্র। আহা উগ্রধ্বজ কালগ্রাসে পতিত হয়েছে ? আহা ! লোকটা অতি সং ছিল কেমন সত্যদাস ?

সত্যদা। হাঁ উগ্রধ্বজ অতি সংস্কারিত ছিল।

গুণ। মহারাজ কঠিন প্রাণ এখন ও বহির্গত হোলোনা (রোদন)

রাজা। তোমার হুংখ করবার আবশ্যক নাই।

সত্যপ্র। গুণশীলে তুমি বৃথা শোক করোনা।

সত্যদা। গুণশীলে তুমি মিছে শোক করে আপনাকে ক্লেশ দিওনা।

শান্ত হও।

বর। আহা বৎসে অধীর হোওনা। শান্ত হও।

ধর্মদাসের প্রবেশ।

সত্যদা। (ধর্মদাসের প্রতি) উগ্রধ্বজ যথার্থই পঞ্চস্ত পেয়েছেন।

ধর্ম। কে বলে ?

সত্যদা। (বলভকে দেখাইয়া) ই নি বন্ধন যে যে ছটা পুরুষ মদনমঞ্জরীকে মাঠে নিক্ষেপ করে তাদের ছজনকেই ছটা ভান্নুকে মেরে ফেলেন উনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আর পোতে উগ্রধ্বজ ও পোতবাহী ছিল।

মন্ত্রী : আহা উজ্জ্বল কালগ্রাসে পতিত হয়েছে । (উপশীলার প্রতি) আহা তোমার কাজ কি হবে ? তুমি যেদিন সম্বরণ কর ।

ঊণ : আমি কি করবো আমি এতদিনে অনাধীনী হলেম ।

রাজা : তোমার তার আর চিন্তা কি ? তোমার কোন চিন্তা নাই ।

ঊণ : যে আজ্ঞে মহারাজ ।

রাজা : (ধর্মদাসের প্রতি) ধর্মদাস নগররক্ষকে আজ্ঞা দিলে ?

ধর্মদাস : আজ্ঞে হাঁ মহারাজ ।

রাজা : (সত্যপ্রকাশের প্রতি) দেখ সত্য সত্য কি সুখের দিন যদি রানী আজ জীবিত থাকতো, তা হলে কন্যা ও জামাতার মুখদর্শনে অতীব আনন্দিত হতো ।

সত্য : মহারাজ তাব আব সন্দেহ কি ? অদ্য মহারানী জীবিত থাকিলে অতীব সুখের বিষয় হইত ।

রাজা : আমি নিরপরাধে রাজীকে ছাড়াইয়াছি, তার তো কোন দোষ ছিলনা ।

সত্য : মহারাজ রাজী নিরপরাধিনী ছিলেন, আমিতো সেই সময়ে বলেছিলাম । মহারাজ গ্রাহ্য কবেন নাট ।

রাজা : তোমার অমৃত রূপ সেই সকল বাক্য তখন শ্রবণ কবি নাট, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে সে বাক্য না শুনিয়া যেন স্বহস্তে বিবর্তন করছি ।

সত্য : যাহোক মহারাজ গতাত্তশোচনার কল নাই ।

ঊণ : (স্বগত) এ সময়ে বানীকে নিয়ে আসিলে কেন, মহারাজ ত রানীকে পেলে অতি আহ্লাদিত হবেন । (প্রকাশে) মহারাজ আমি ত্রবে এখন আসি ।

রাজা : আজ্ঞা যাও ।

উপশীলার প্রস্থান ।

রাজা : (সত্যদাসের প্রতি) দেখ তোমরা পরিণয়ের সব আয়োজন কর আগামী কল্যাই উদাহ ফিরা সম্পন্ন করা যাইবে ।

সত্য : যে আজ্ঞা মহারাজ ।

মহাদেবী ও দুর্জয়তীর সহিত জগদীশ্বরের পুনঃ প্রবেশ।

অণ। (রাজার প্রতি) মহারাজের জন্ম হোক মহারাজ (মহাদেবীকে দেখাইয়া) একে কি চিন্তে পারেন?

রাজা। (মহাদেবীকে দেখিয়া) এঁ এ যে ঠিক রাণী আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জাগ্রত আছি।

অণ। মহারাজ আপনি জাগ্রত আছেন ইনিই রাণী মহাদেবী।

রাজা। তুমি না বলেছিলে যে রাণীর মৃত্যু হয়েছে, আবার পুনর্বার জীবিত হলো কি প্রকারে?

অণ। মহারাজ আপনার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত রাণীকে গোপনে রাখিয়াছিলাম, বাস্তবিক রাণীর মৃত্যু হয় নাই। এক্ষণে মহারাজের ক্রোধোপশম হইয়াছে দেখিয়া রাণীকে লব্ধে এতু, এক্ষণে বাণীকে গ্রহণ করুন।

রাজা। (রাণীর প্রতি) প্রিয়ে সকলই আমার দোষ এক্ষণে আমার সকল দোষ মার্জনা কর (হস্ত ধারণ)

বাণী। মহারাজ আপনার আর দোষ কি? এ বিধাতার লিপি অবশ্যই ঘটবে। একি কেহ খণ্ডন কন্তে পারে?

রাজা। প্রিয়ে এখন এস উপবেশন কর ও তোমার সেই কন্যা ও জামাতাকে গ্রহণ কর।

বাণী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা। (গুণশীলার প্রতি) গুণশীলে! তোমার উপর যে কি লক্ষ্যত ভুট্ট হইয়াছে তার আর কি বোলবে। তুমি রাজীব নিকট থাক।

অণ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাণী। (রাজার প্রতি) মহারাজ আমার মদনমঞ্জরীকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হলেন?

রাজা। প্রিয়ে (বলভকে দেখাইয়া) এই পুরুষটী মদনমঞ্জরীকে ভাবৎ কালপর্য্যন্ত লালন পালন এত শিক্ষা দিয়াছেন। প্রিয়ে ইনি যে প্রকার উপকার করেছেন তাতে আশীষের চির বাধিত করেছেন।

রাণী। মহারাজ তাকে আপনার নিকট রাখুন।

রাজা । আমিও তাই স্থির করেছি (বল্লভের প্রতি) তুমি এইখানে আমার নিকট থাক ।

বল । মহারাজের যদুপ আজ্ঞা ।

রাজা । (মদনমঞ্জরীর প্রতি) বৎসে এই তোমার গর্ভধারিণী জননী ।

মদন । (বাণীব প্রতি) মাতা তোমার চরণে প্রণাম ।

বাণী । বৎসে চিরায়ুস্বতী হও ।

প্রতিহারীর প্রবেশ ।

প্রতি । মহারাজ রাজদ্বারে ছই জন নর্তকী উপস্থিত । তাহারা রাজ-সাক্ষাৎ করিতে চাহে ।

রাজা । আচ্ছা তাহাদিগকে আসিতে বল ।

প্রতি । যে আচ্ছা মহারাজ ।

[প্রতিহারীর প্রস্থান ।

‘রাজা । (বাণীব প্রতি) প্রিয়ে মদনমঞ্জরী পনিণয় ক্রিয়া আগামী কলাই দিনস্তির কবনেম, কেমন এতে তোমার মত কি ?

বাণী । মহারাজের যেরূপ অভিমত ।

আকাশে । (বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি)

নর্তকীরূপে প্রবেশ ।

উভয়ে । মহারাজেব ভয় হোক, বাজসভার নৃত্যগীতাদি দ্বারা সকলের মনরঞ্জন করিতে আমরা আসিবাছি ।

বাজ । আচ্ছা তোমরা নৃত্যগীত আরম্ভ কব ।

উভয়ে (নৃত্য) গীত ।

, বাগিনী বাহাব—তাল যৎ ।

আজি কিবা শুভ দিবা নবশোভা ধবিল ।

উদিত মলবানিল মৃদুমন্দ বহিল ॥

ছঃখনিশা অবসান, প্রকাশ স্নেহ-তপন,

সবে হরষিত মন, জয়ধ্বনি কপিল ।

উঠে পবনে যেমন, কুল্লম সৌরভ ঘন,

মহিবির গুণগান, সেই মত উঠিল ।

পেলে পুনঃ কন্যাধনে, বলুভের সুবতনে,

হুৰূপ জামতা সনে, সব শোক-মুচিল ।

দেবগণ হরষিত, হয়ে সবে একত্রিত,

পুষ্প বৃষ্টি অনিরত, বিমানেন্তে অশ্রু-স্তিল ॥

সকলে । আহা কি মনোহর নৃত্য, কি চমৎকার গীত ।

বাজা । সত্যদাস এই নর্তকীদ্বয়ের যথোচিত পুৰস্কার প্রদানে অল্পমতি কর ।

সত্যদাস । যে আজ্ঞা মহাবাজ ।

রাজা । আর অন্য পৰিণয়ের সব উদ্যোগ কর ।

সত্যদাস । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

রাজা । দেখ সত্যপ্রকাশ তুমি সিন্ধুবাজ জীমূতকেতুকে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত করিয়া পত্র লিখিবে ।

সত্যপ্র । যে আজ্ঞা মহাবাজ ।

রাজা । বন্ধো ! বলন্ত তুমি অদ্যাবধি মৎসহচর হইলে ও মৎসমীপে থাক ।

বলু । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

রাজা । ধর্মদাস তুমি বলন্ত ও তদনুচরবর্গকে বিগ্রাম নিকেতন প্রদান কর ।

ধর্ম । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

রাজা । রাজ্ঞী তুমি কন্যা ও জামাতা নইরা অন্তঃপুরে চল । অনেক বেলা হয়েছে ।

রাণী । যে আজ্ঞা মহারাজ । সভান্তর* করুন অধিক বেলা হয়েছে ।

রাজা । তাঁ এক্ষণে সভান্তর করি । অনেক বেলা হয়েছে ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বয়মিকা পতন ।

ইতি পঞ্চমাদ্য ।

গ্রন্থ সমাপ্ত ।

বিজ্ঞাপন ।

এই পুস্তক বীহার আয়োজন হইবে তিনি কামকান্তা দাশ, ৭
ডিপার্টমেন্টের, পটলডাঙ্গার নরেন্দ্র পুস্তকালয়ে, এবং জেনারেলটন
এসে ভাষ্য করিলে পাইতে পারিবেন ।

